১৪২৭
BICHITRA
Estd. 1978
শারদীয়া
AIKOTAAN
P.O. BOX 4874, TROY, MI 48099
Email: contact@bichitra.org
Call/Text: 248.291.7938

“আনন্দময়ীর আগমন-বার্তায় সবার মনপ্রাণ ভড়ে উঠুক ”

এই আশায় – *Roys in Plymouth, Michigan*

Aariya, Avi, Ashaan, Aakash, Aarush, Angkana, Michael, Sumita, Anindya, Kabita, Manjusri, & Dhirendra

Table of Contents - সূচীপত্র :-

Bichitra Governing Body	5
Message from the President	8
Message from the Puja Chairperson	10
Program Content	11 - 14
Literary and aesthetic contributions from the Bichitra Members & Globe	32 – 67
Bichitra Endowment Committee Activities	77 - 81
Community News	82 – 89

"চিরসবুজরা

- আনন্দময়ীর আগমনে - *সাহা মাসীমা, নোভাই* 34
- মা আসছেন - *পিয়াশা, বারানাসী* 36
- Pandemic- a Quest - *Maitreyee Paul* 37
- করোনাসুরনাশিনী-তব আগমনী - *শান্তনু সাহা, কোলকাতা* 38
- কবিগুরু স্মরণে - *অদিতি বিশ্বাস, শিলিগুড়ি* 43
- FREEDOM IN AMERICA: A NEW PERSPECTIVE - *Dr. Sid Mittra, Minnesota* 44
- Our First Home in USA - *Runa Ghosh* 46
- হে নিষ্ঠুর ও নির্মম করোনা-ভাইরাস - *ডঃ ধীরেন্দ্র চন্দ্র রায়* 51
- প্রতিশোধ – *চন্দ্রা নায়ক* 55
- ডিয়ার ডাইরি।। ২৬ জুলাই, ২০২০। - মনের আয়না, Michigan 57
- দুপাতার লেখা - *মিতা, জামশেদপুর* 59
- THE SABARMATI ASHRAM AT GUJARAT – A Travelogue - *গার্গী শ্রীমানী* 60
- MORNING AT FARMERS' MARKET - *Harshil Pathak* 64

"ছোটোদের পাতা"

- Thoughts/Arts of Young Stars – উদীয়মান তারারা *68 - 76*
- LIFE ANNOUNCEMENTS – Welcome Babies, Graduating Generation, Respected Memoirs
- PATHBHABAN NEWS *90 - 91*
- বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বিশতবর্শ জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে পাঠভবনের শ্রদ্ধা ও প্রনাম *92 - 95*

বিশেষ "কৃতজ্ঞতা" ~

- বিজ্ঞাপন প্রকল্প, সংযোগ ও পরিবেশনা – সুতপা সাঁতরা, শর্মিষ্ঠা সরকার, সুরঞ্জিতা ধর, অনিন্দ্য রায় ও পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ;
- জনসংযোগ ও সহযোগিতা - সত্যেন বসু, অঞ্জন মিত্র ;
- সম্পূর্ণ প্রকাশনা, মুদ্রণ ও ব্যাবস্থাপনা - পার্থসারথি দাস, প্রবীর শীল ;
- বিচিত্রা-পরিবার শুধু মিশিগান বা ইউএসএ-তেই নয়, এখন সেটা বিশ্বব্যাপী- এবারের বিশেষ সংখ্যার নিবেদন বিচিত্রা'র অনুরাগী গুণীজনদের সঙ্গ ও তাঁদের অনুপ্রেরণা, পৃথিবীর সকল কোণে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন বন্ধু'র অবদান, অজস্র সফটওয়্যার ও COVID-19 -এর দেওয়া অপর্যাপ্ত সময়ের পরিপূর্ণ সদব্যাবহার – আশাকরি আপনাদের ভালো লাগবে।

BICHITRA GOVERNING BODY

Board of Officers		
Executive Committee	President	Sharmistha Sarkar
	Vice President	Probir Sil
	Deputy President	Rajib Auddy
	Secretary	Madhuparna Rakshit
	Associate Secretary	Mausam Mukherjee
	Assistant Secretary	Partha Sarathi Das
	Treasurer	Arpita Gangopadhyay
	Associate Treasurer	Tamalika Mukherjee
	Assistant Treasurer	Jhulan Chatterjee
Endowment Committee	Principal Endower	Satyen Basu
	Associate Endower	Mousumi Majumdar
	Assistant Endower	Shampa Mukhopadhyay
Education Committee	Principal Educator	Maitrayee Paul
	Associate Educator	Pranab Saha
	Assistant Educator	Sutapa Das
Board of Trustees		
Advisory Committee	Principal Advisor	Sutapa Santra
	Senior Advisor	Pijush Nandi
	Junior Advisor	Tushar Nayak
Preservation Committee	Principal Preserver	Debangshu Majumdar
	Senior Preserver	Deb Kumar Bonnerjee
	Junior Preserver	Suranjeeta Dhar
Board of Directors		
Planning Committee	Principal Planner	Pulak Bandyopadhyay
	Senior Planner	Anindya Roy
	Junior Planner	Manoranjan Santra
Audit Committee	Principal Auditor	Somnath Mukhopadhyay
	Senior Auditor	Shiela Ghosh
	Junior Auditor	Sampada Banerji

Best wishes for

Bichitra Durga Puja 2020

The Hindu Temple of Canton

44955 Cherry Hill Road

Canton, MI 48188

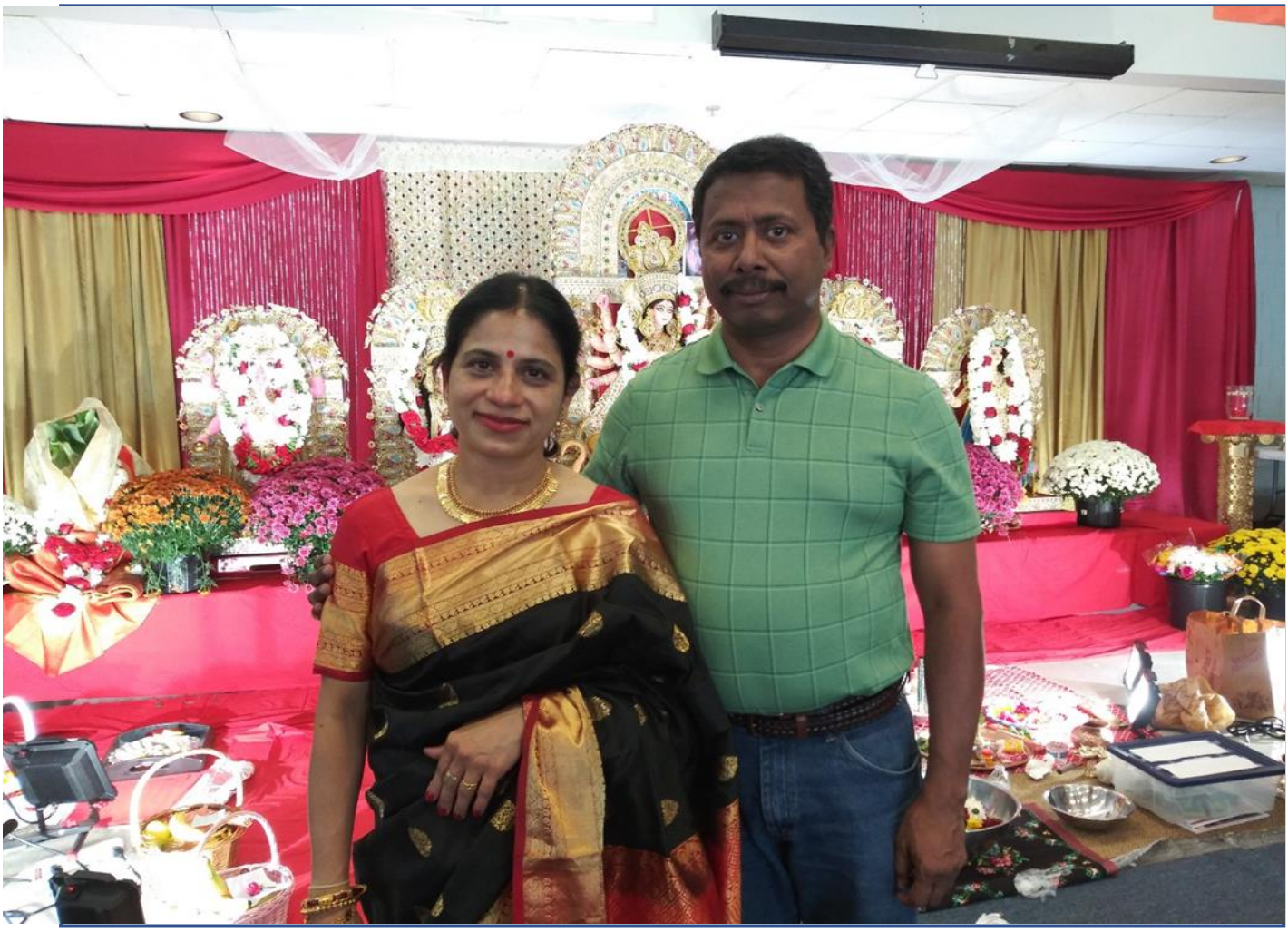

Shubho Sharadiyar Priti O Shubhechhaa Janai Sabaike

Debabrata, Sharmistha, Debjit & Debrini Sarkar

From the President

বছরের শুরুতে নতুন ক্যালেন্ডার পেলে আগেই দেখে নিই দূর্গা পূজার তারিখটা। তারপর অপেক্ষা করে থাকি পুজোর দিনগুলোর জন্য।

পুজো দেখা, অঞ্জলি দেওয়া, প্রসাদ খাওয়া, সবার সাথে আড্ডা মারা, স্টলগুলো ঘুরে দেখা, আর ঘুরে ফিরেই অঢেল খাওয়া - গতানুগতিক জীবন থেকে আলাদা এই কদিন যেন স্বপ্নের মত কেটে যায়। আলাপ হয় নবাগতদের সাথে আর সেই ভাবেই গড়ে উঠেছে আমাদের এই বিচিত্রা পরিবার - family away from home।

এবছর COVID-19 সব উলট পালট করে দিয়েছে, বিচিত্রায় আমরা কিন্তু আত্মসমর্পণ করিনি। সব সাবধানতা অবলম্বন করেই অনেকে এগিয়ে এসেছে অন্তত একদিনের পুজোর আয়োজন করতে আর নিয়ে এসেছে সাংস্কৃতিক প্রোগ্রাম আপনাদের জন্য। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে।

শনিবার অক্টোবর 24 তারিখে এই একদিনের পুজোতে সবাই এগিয়ে এসেছে বিভিন্ন দায়িত্বে - ঠাকুরের পুজোর সব ব্যবস্থা করা করা, Brochure বানানো, অনলাইনে live সাংস্কৃতিক প্রোগ্রাম দেখানোর ব্যবস্থা করা, খাবারের আয়োজন করা, এসবই অনেক সময় আর ধৈর্যের কাজ। এদের সকলের সাহায্যের জন্যই আমরা প্রতি বছর এত সুন্দর করে পুজোর ব্যবস্থা করতে পারি, আর এ বছরও pandemic এর মধ্যে এই অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারা গেল । আমি খুব খুশি যে আপনারা আপনাদের সাবধানতা অবলম্বন করে পূজোতে আসতে পারবেন অথবা ইন্টারনেটের মাধ্যমে পুজোটা দেখতে পারবেন।

রবিবারে অক্টোবর 25 এ আপনারা Computer-এ অথবা TVতে YouTube দিয়ে একটা সাংস্কৃতিক প্রোগ্রাম দেখতে পারবেন। আমাদের একটা ছোট team এই প্রোগ্রামে emcee থেকে শুরু করে edit, upload ইত্যাদির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছ, আশাকরি প্রোগ্রামটা আপনাদের খুব ভাল লাগবে।

শনিবারের পুজো আর রবিবারের প্রোগ্রামের জন্য অনেক volunteer সাহায্য করেছে। তাদের সবাইকে আমার অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনাদের সবাইকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই।

ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি আপনারা যেন সবাই সুস্থ শরীরে থাকেন।

নমস্কার

শর্মিষ্ঠা সরকার

অক্টোবর, ২০২০

MITRA FAMILY

Wishes you all

A very happy Durga Puja

শারদীয়ার শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

Sarbani and Anjan

Tanisha and Anish

From the Puja Chairperson

On behalf of Bichitra I would like to take the privilege to welcome you all to this year's Durga Puja.
An Engineer by profession & working as a VP in an Aerospace company, I also enjoy getting involved in community activities. I feel happy to devote my diligence and hard work to bring smiles to the faces of the members of my community – Durga Puja is undoubtedly the most appropriate platform to exhibit that. I have been actively involved with the club since 2016 and would like to thank the Governing Body for giving me an opportunity to serve as the key role of Puja Chairperson for two years in a row.
As you are all aware this year's Puja will be a special and unique one.
It is beyond any doubt that 2020 is the most bizarre year of our lives causing traumatic socio-economic losses to people and the nation globally - sparking fears of impending economic crisis and recession. The entire planet has been affected and if there is an end in sight, it's still pretty blurry. The current crisis is unlike any most us (and even our forefathers) have seen or dealt with before.

Gregarious by nature, the whole humanity has merged into a mode of depression due to the absence of social activities in consequence of the prevailing pandemic situation. But Life still has to continue whatsoever – we have to keep moving despite all negatives – of course with full protection, precaution and abiding by the stipulated regulations imposed by Regulatory authorities. Let us take this crisis as a challenge – inculcate our innovativeness and invest in it to defeat the venom of the invisible virus.

As always "Bichitra" felt the need to think outside the box to deal with the situation. Rising to the occasion, Bichitra started focusing things at a different angle emphasizing the need to use the latest technologies. We arranged a hybrid concept of executing the Durga Puja event virtually (on-line) in tandem with in-person option keeping in focus the safety and security of the members following strictly the boundary limits assigned based on Government regulations and restrictions.

The hands behind the success of the puja are too many to be covered in this limited space. This year the scenario is different – creativity takes precedence on everything else. The challenge is to use the technology in the smartest way to meet our objectives. Such execution is new to us and it will be a "first time experience" for everyone. To implement the whole new process needs some herculean efforts. By the time people read this message, the test will be over and the result of the exam will be declared. Irrespective of the outcome whatsoever, I would like to use this forum to express my deepest gratitude and acknowledge the tireless effort and due diligence of the entire team. Last but not the least, Kudos to the sponsors for extending their support amidst the negative prevailing situation. With all your blessings, we hope to succeed in our new endeavor and bring happiness to all.

All are requested to visit our website www.bichitra.org and look for other details.

অঞ্জন মিত্র

Estd. BICHITRA 1974

DURGA PUJA 2020

Oct 24 & 25

SATURDAY MORNING

10 AM PUJA

11 AM ANJALI

NOON Lunch

1 PM Sourav Das

SATURDAY EVENING

6 PM ARATI

7 PM Dinner

8 PM Sohini Mukherjee

Sat, October 24th

Canton Hindu Temple

44955 Cherry Hill Road

Lower Level Banquet Hall

* All Puja activities will be viewable on YouTube Live
* Free admission if coming to temple only for puja
* Face mask is required for in-person participation

Sunday, Oct 25th, @ 6:30 PM

Bichitra virtual cultural program

Featuring artists Goutam Ghoshal, Shuvo Das, and others from India, Bangladesh, and the USA with a variety of songs, dances and plays

* For questions, text 734-776-6569 or visit www.bichitra.org

PROGRAM

With Goddess's "Chaksudaan" been complete, we invoke Her blessings with our Performing Arts

LINKS to **PROGRAM SCHEDULE**

https://www.bichitra.org/2020-durga-puja-saturday-prog

https://www.bichitra.org/2020-durga-puja-sat-eve-program

https://www.bichitra.org/2020-durga-puja-sun-eve-pro

Saturday Oct 24, 2020

NOON

SOURAV DAS ~ The Winner of 2011 Zee Bangla Sa Re Ga Ma Pa show,going strong. Since then, has performed in numerous events all over the world and mesmerized his audience with his versatile performances - from old soothing Hemant Kumar songs that take you to a different world to fast and rhythmic Mohammed Rafi songs that will propel you to get on your feet and enjoy the moments with your moves.

EVENING

SOHINI MUKHERJEE ~ Born on January 20th 2000, in a musical family at Asansol..Started learning music from her mother & then from Sree Falguni Banerjee who is a disciple of sree Manabendra Mukherjee. At the age of 7 she started her singing career by participating in a reality show named "E Tv Bangla Tarana". She was a semi finalist on that show...In 2008 she participated in Sa Re Ga Ma Pa little champ ..she was a top 10 contestant there..In 2015 she was selected in an all India based competition which was held by 92.7 Big FM " Benadryl Big Golden Voice season 2" judged by Shankar Mahadevan ji..She was the only participant selected by Shankar ji from all over west bengal & she was the West Bengal Champion. In 2016 she participated on Bengal's biggest reality show Zee Bangla Sa Re Ga Ma Pa.. at the age of 18 she started traveling abroad for her own concerts & shows..Meanwhile she had been singing a lot of her original songs for different social platforms at the same time for different TV programs & serials like Rani Rashmoni, Bhanumotir Khel, Guria Jekhane Guddu sekhane etc composed by Joy Sarkar, Upali Chattopadhyay, Raja Sarkar & many more renowned music directors.. She's also a former anchor of Kolkata Doordarshan. She hosts a well known popular musical morning show on DD Bangla. Recently she is learning music from her Guru Sree Goutam Ghoshal who is a renowned artist, music director, composer, lyricist & a very well known voice trainer in Bengal.

Sunday Oct 25, 2020

- Lubna Shamrock and Anurati Roy
- Sohini Mukherjee (continuing from Oct,24)
- Shuvo Das
- Goutam Ghosal
- Mayuri (Indian Dance Group) - ***https://dancemayuri.org/***
- Canton and Troy Path Bhavan – our own talented students
- Natok by Subhash & Nabanita Dutta
- Emcee's – Partho Ghosh & Jhulan Chatterjee

SHUVO DAS

Shuvo started the journey with music at the age of 6. He was introduced to music by his mother Shrimati Anna Das. After that, his association with music gradually increased. It became a habit to sing songs at different religious programs of the villages where he was regularly invited. As usual, he had a great attraction for Kirton (One kind of Devotional Song) which is one of the devotional songs. He was also drawn to Lalon Fakir Songs. Thus his journey with music continued with the course of time. Around 2009 he started to take lesson on Classical Music under the renowned classical singer Swarnamoy Chakraborty in Chittagong. At present, he is taking lessons on music under the famous music director & singer Sri Goutam Ghoshal at Kolkata in India.

Nowadays, He has been a regular singer of Bangladesh TV at Chittagong Centre. Besides, he has been holding programmes at different private TV Channels of Bangladesh. Shuvo likes singing all sorts of songs. Among them, Classical based Bengali song, Nazrul Sangeet, and the old Bengali Modern Songs are mostly liked by him. He feels comfortable singing this type of songs very much.

ANURATI ROY

Singer /Music teacher /Live performer, residing in South Calcutta (24 parganas). She grew up in Paschim Bardhaman, started learning music from the age of 3. Her parents are her First Music Gurus(Father was a music teacher & a student of the renowned Artist respected Sagar Sen Sir & mother is a very good Rabindra Sangeet artist). At the age of 7, Anurati started formal training in classical music from "Sabyasachi Sengupta", been learning music for almost 18 years. Genres: Rabindranath Tagore song, Bengali Adhunik, Filmi (Hindi /Beng/ Panjabi),Pop, Classical ,Semi classically , Devotional ,Folk. Has done School / College : GMGHS School/ T.D.B COLLEGE(Paschim Bardhaman). Her Achievements inlude : Tv channel Colors Bangla "Gaaner Gnuto" champion (2017), As a guest singer, she was invited for a special singer episode from Zee Bangla TV Channel (2018). In 2010, she won first place among the girls at the" Bengal Music Festival" which was held at the Mahajati Sadan in Calcutta.Her Youtube debut : Year 2016

LUBNA SHAMROCK

She wears lots of Hats- Singer/live performer/youtuber/artist/banker. Her hometown is Srinagar, Jammu & Kashmir but born & brought up in West Bengal. Started learning music at the age of 4 from her mother, later on learned classical from Pandit. Ajoy Chakraborty(ShrutiNandan) , Bimal Mitra, Gayatri Chandra & presently learning classical from Jayanta Pandey(Kolkata) and commercial music from Mrs. Jhumur Chatterjee (former female groomer of SareGaMaPa ZEE Bangla). Learned Nazrulgeeti, Adhunik, Bhajan & Semi-classical from Tapan Dey for almost 3 yrs.
Genres : Nazrulgeeti, Rabindra Sangeet, Semi classical, Bengali Adhunik, Bollywood & Devotional.
Achievement: West Bengal State level 3rd in Nazrul geeti (kirtan) - 2017, performed as a child artist in Akashvani Srinagar and DD Kashmir, participant in "Eto Sur Ar Eto Gaan" DD Bangla - 2012, winner of Zee Bangla Happy Parents Day Season 2 episode 1(2016), also invited as a guest artist in Zee Bangla Rannaghar.

GOUTAM GHOSAL

Started music lessons and writng lyrics inspired by his Mother, Smt. Usharani Ghosal at very early age , although there was no musical or artistic atosphere at home. His ShikshaGurus are Sri NityaGopal Charabarty, Ustaad Daud Khan, Smt. Aparna Deb and Smt. Sanjukta Ghosh. The professional music life starts in 2000, prior his prime focus was in Classical Music Genres.First Album, " Megh Pakhi", following are Bondhu,Nana Ronger Gaan, Roddur, Antyamil, Mojleesh, BaniBandana, KamalGeeti. Most Notable ones are " Bye Bye Bangkok" and " Choye Chuti". He has done several succeful Music direction and Background scores of Bengali Teleserials Ttitle Tracks. Originator of Creative Bangla Gaan,around 500 tracks been created- out of which se veral are very popular.

Best Wishes for the Festive Season

MULLICK FOUNDATION

Best Durga Puja Wishes from the Mridha Family

এলো শরৎ মধুর সুরে
জগৎ জুড়ে হৃদয় ভড়ে
নাচলো মন ঢাকের তালে
মা দুর্গা আসছে বলে।

সকলকে জানাই শারদীয় শুভেচ্ছা - অমিতা, চিনু ও দেবাশীষ

শারদীয়ার শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই

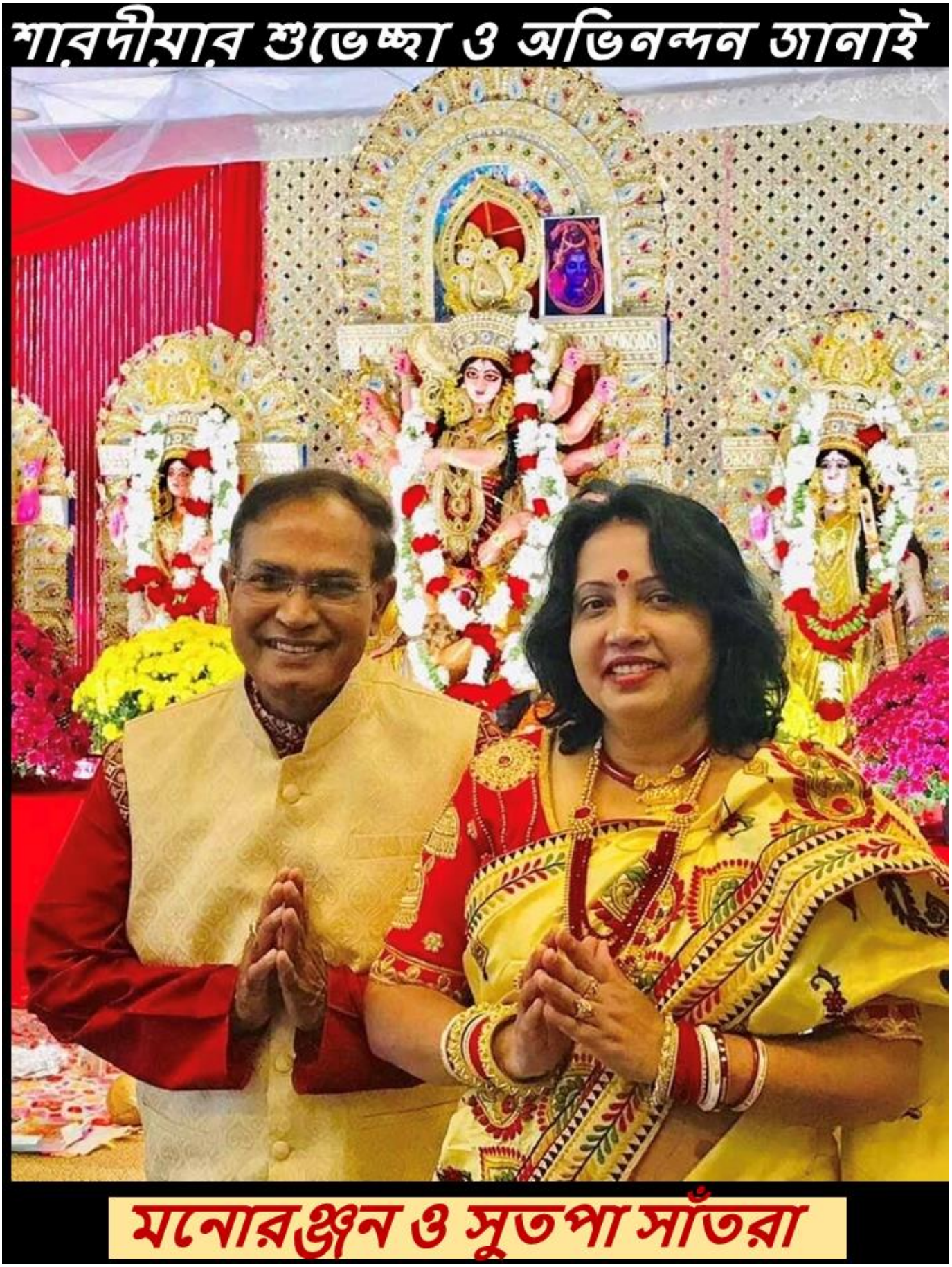

মনোরঞ্জন ও সুতপা সাঁতরা

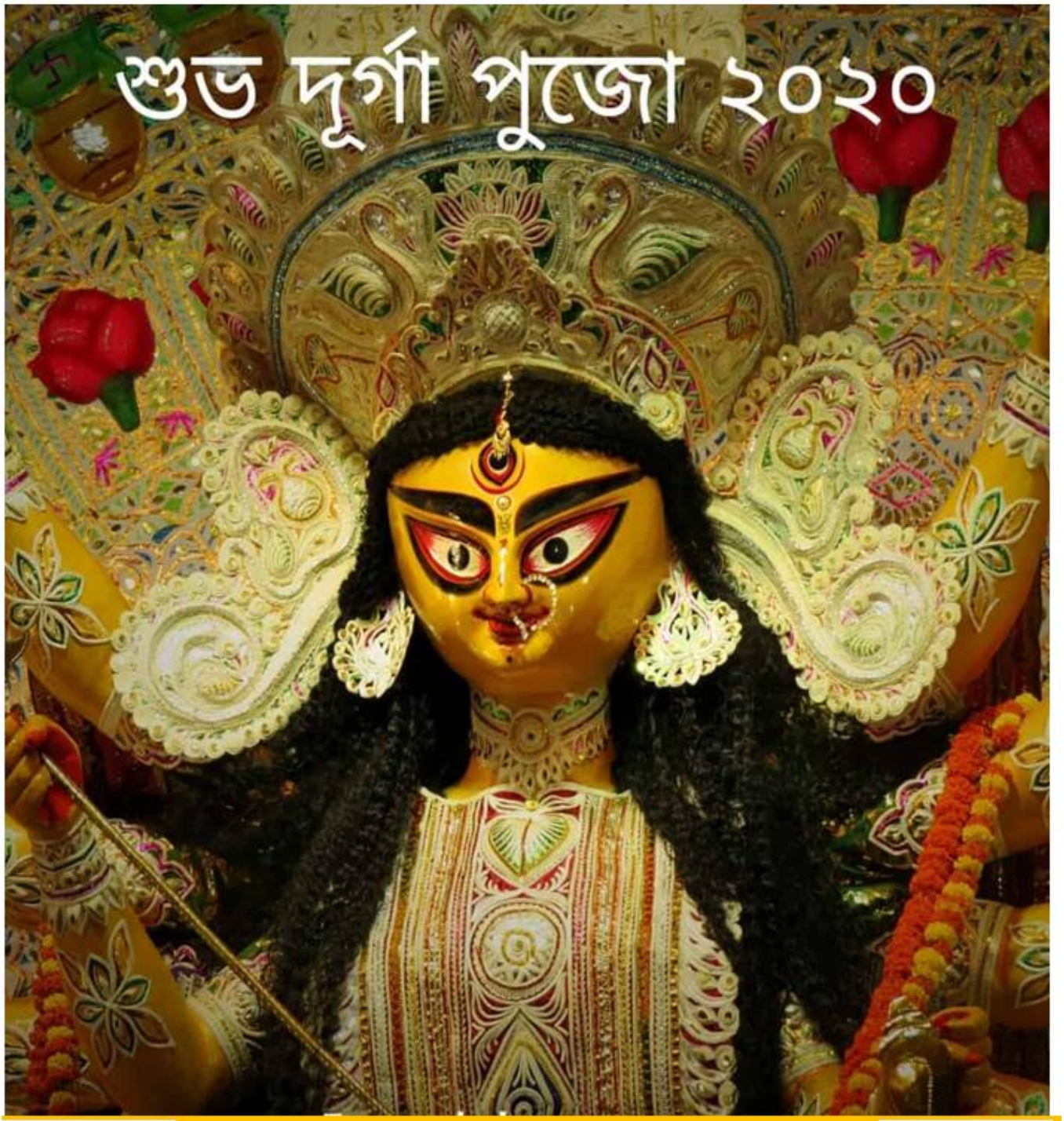

From:
Dominic, Morgan, Nicole,
Shubhayu, Angela,
Rita & Joy Chakraborty

From: Jageswar Saha

Happy Durga Puja to all friends and families

From: Sarkar Family
Daxton, Rintu, Lindsay, Rohin, Shipra and Susanta

Ma Durga's blessings to you and your family

from: the Ghosh and Ray families

Runa-di, Ruby, Ravi, KriyaShakti, Gigi, Partha & Jayanta

Wish you great success, health and happiness on this Durga Puja

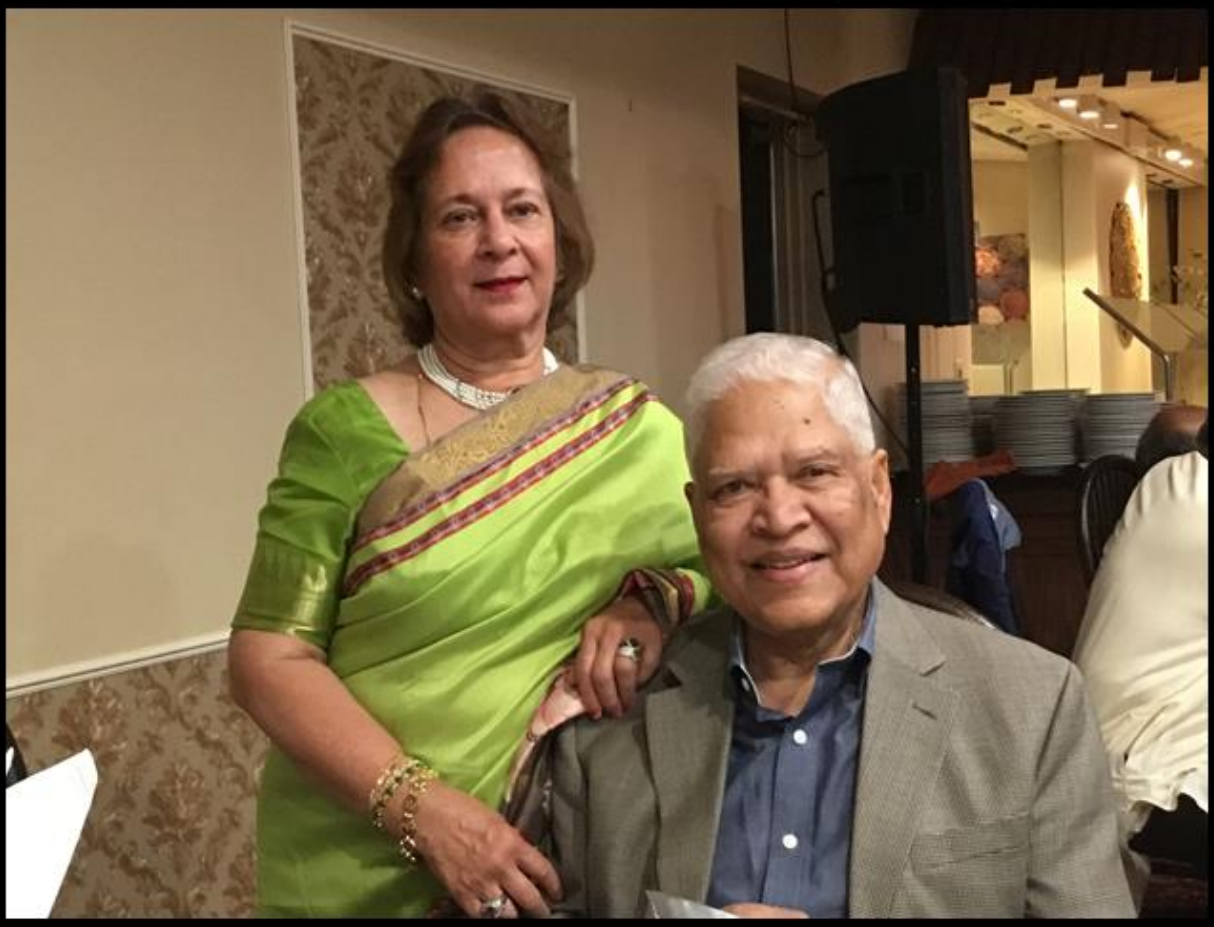

From: Dr. Barid and Esha Mukherjee

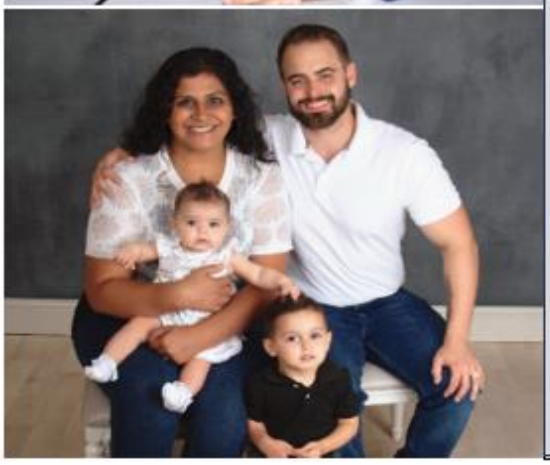

In Memory

Of

SIBNATH CHAKRABORTY

Mar 1952 – Jan 2008

With Complements from

Philip, Shubha, Velan, Asha Heliker

Meena Chakraborty

Sharadiyar shubhecha aar abhinandan

Rakshit Family

COVID-19 FREE RESPITE or LONG TERM CARE

ROYAL OAK HOUSE
FULLY LICENSED
ASSISTED LIVING • MEMORY CARE

Dementia Certified Staff

24/7 Nursing Care
Furnished Private Rooms
Relaxing Spa
Home Cooked Meals
Physical Therapy
Occupational Therapy
Speech Therapy
Telehealth Physicians
Cable, Wi-Fi, Skype

Call Karen
Cell (586) 533-0219 Office: (248) 585-2550
1900 N. Washington Ave., Royal Oak, MI 48073
www.royaloakassistedliving.com

Happy Durga Puja
Pande
GROCERS
37196 Dequindre Road, Sterling Heights,
MI 48310.

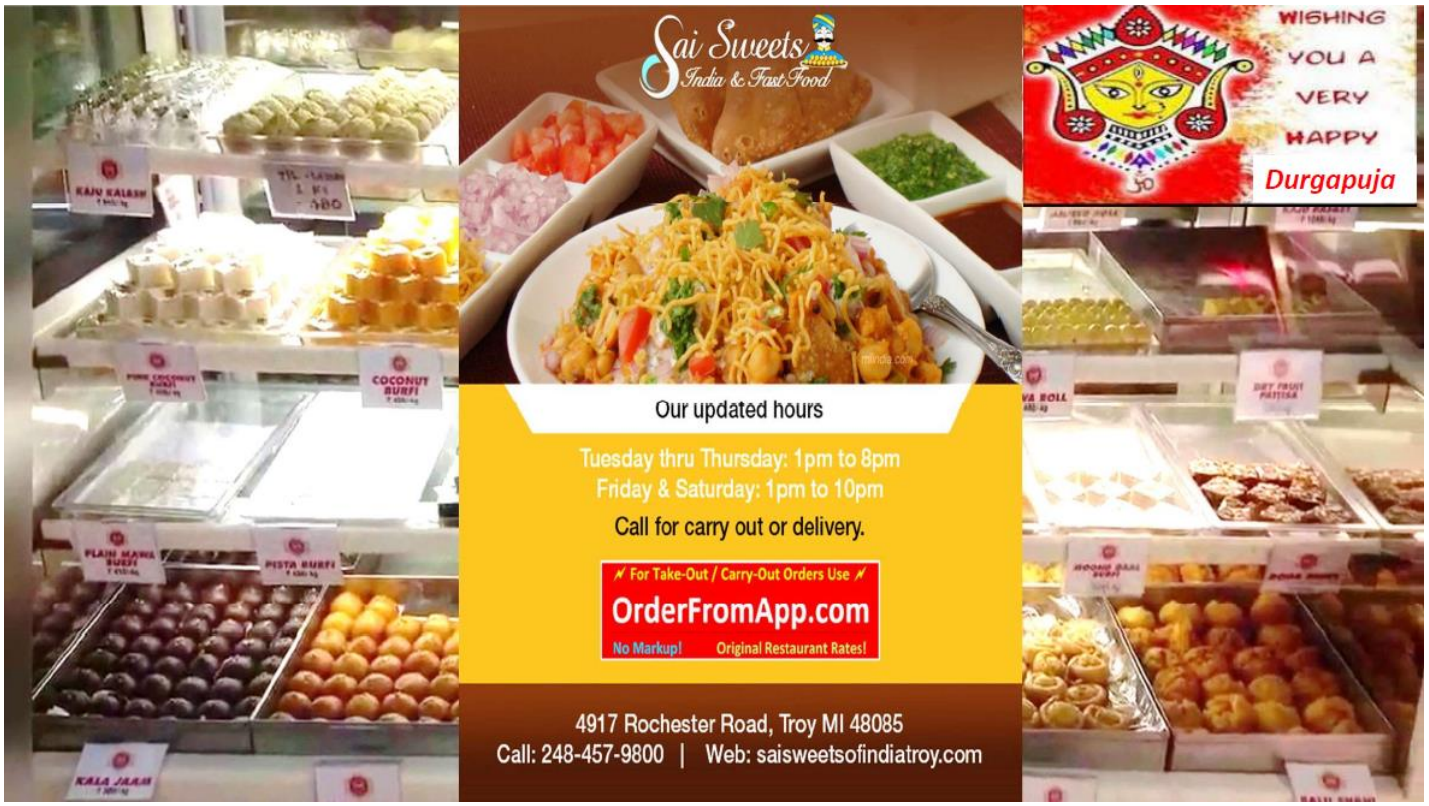
Sai Sweets
India & Fast Food
WISHING
YOU A
VERY
HAPPY
Durgapuja
Our updated hours
Tuesday thru Thursday: 1pm to 8pm
Friday & Saturday: 1pm to 10pm
Call for carry out or delivery.
For Take-Out / Carry-Out Orders Use
OrderFromApp.com
No Markup!
Original Restaurant Rates!
4917 Rochester Road, Troy MI 48085
Call: 248-457-9800 | Web: saisweetsofindiatroy.com

Shubho Sharadiya Greetings

from

Subhash & Nabanita Datta

MODERN DENTISTRY

RAFFI BELIAN DDS

Implant, Cosmetic
and General Dentistry

(248) 828 1033

5980 Rochester Road
Troy, MI 48085
www.drbelian.com

FREE IMPLANT CONSULT

COLD STONE
CREAMERY

Cold Stone Creamery, Farmington
Store #20678
33175 Grand River Avenue
Farmington, MI 48336

Email: csc20678@gmail.com

Best Wishes of Durga Puja 2020

Puja Greetings and Subho Bijoya to all!

OMG
OAKLAND MEDICAL GROUP DIVISION
MHP
Michigan Healthcare PROFESSIONALS

নিত্য দিনের সদাই-এর জন্য আমাদের কাছে আসুন
ফ্রুট এন্ড ভেজিটেবল মার্কেট
Desi
Fruit & Vegetable Market
দেশী
একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান
SHOP NOW
We Accept
EBT CARD
VISA
586-806-6303
4680 East Nine Mile Road,
Warren, MI, 48091

DESI MASALA
DESI
MASALA
Restaurant
In side the Desi Bazar
COMING SOON
DESI MASALA
4680 EAST 9 MILE RD. WARREN, MI 48091
PH. 586-806-6303
দেশী

DESI
Complete
Catering Services
HALL
Banquet Hall
Capacity upto 400 People
4658 E. Nine Mile Rd, Warren, MI 48091
Tel: 586-275-4255, desihallwarren

CK FOODS
Frozen Fish & Food Wholesale
PH: 586-275-5711
25212 Ryan Rd
Warren, MI 48091
CK FOODS
কৃষক
হাওর HAOR
শাহী
SHAHI
CHAOKOH
RICELAND
PARATHA
BUTCHER BOY
NIDO
DANO
Tetley

- Online Classes
- Individualized Instruction
- Basic Thinking & Critical Thinking Math
- Reading & Writing

Eye Level Rochester Hills
143 W. Auburn Rd.
Rochester Hills, MI 48307
rochesterhills@myeyelevel.com
248-247-2403

A joyous Durga Puja!

A CELEBRATION OF PASSION & DEVOTION
SHARAD SHUVECCHA
FROM
ASHIS, PRABHATI, PRATIK, ABHIK & YOGI

৺শ্রীশ্রী দূর্গা সহায়

আমাদের প্রাণবায়ুতে ৺মহামায়া, অন্তরে তাঁর জীবনছায়া

শারদোৎসব ২০২০!

এবারের পূজা প্রার্থনার!

মা-এবার আমাদের বিশেষ পরীক্ষা নিয়ে অন্তরের পূজা গ্রহণ করছেন;

বাৎসরিক "ঐকতান" তার "সাত" কাহন !

২০২০ পূজা খুবই স্পেশাল, খুবই এক অদ্ভুত ঐতিহাসিক মানসিকতা নিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি। মনের দ্বন্দ্ব ও অদম্য আকুল ইচ্ছেঘড়ির কাঁটা ধরে বাঙ্গালীর সর্বপ্রধান উৎসব সম্পন্ন হবে এবার অন্যরকম ভাবে।
মন এবার পুরো virtual, উৎসব, উপস্থাপনা ও জাঁকজমক সবটাই ইন্টারনেট মারফৎ, কিন্তু কি অদ্ভুত ভালোবাসা আমাদের ঐতিহ্যর প্রতি...। সব বাধা অতিক্রম করেও পূজা একদিন হলেও আমরা অঞ্জলি দেব, কচিকাঁচা থেকে গোল্ডেন জুবিলী - যাতে প্রতিটি সন্তানের যাত্রাপথে ৺মা দুর্গা যেন মায়া সরিয়ে সত্যিকারের শক্তি দেন এগিয়ে যাওয়ার, তারই তোড়জোড়, কোনও ত্রুটি নেই; মহামারী আমাদের কাছ থেকে অনেক আনন্দই কেড়ে নিয়েছে, কিন্তু তাও আমরা " কুড়িয়ে বাড়িয়ে' ফাঁক-ফোঁকরে যতটুকু পাইই ...তাইই করছি!!!

You will remember the relentless and undaunted spirit of 2020 Bichitra Pujo.

CHALLENGE YOURSELF TO COME AND ENJOY THE PUJO.

Beat your own spin times or, better yet, compete with your friends and come and offer Anjali at the Canton Temple to see Maa Durga!

Enjoy life's moments, most importantly Goddess's blessings that will keep ALL rocking for the full year~~~

২০২০ ৺দূর্গা পূজার অফুরন্ত প্রীতি ও শুভেচ্ছা রইল ,

~~~~~ Gratefully from Editors' Desk (মৈত্রেয়ী)

~~~~~

আনন্দময়ীর আগমনে

শরতে মা দুর্গার আগমনী বার্তা বয়ে আনে শরতের বিস্তীর্ণ, মেঘহীন, রৌদ্রজ্জ্বল স্বচ্ছ আকাশ ও মৃদুমন্দ শীতল বাতাস। একদিকে শিউলি ফুলের সুগন্ধ, অন্যদিকে সাদা কাশফুলের মাথা দুলুনি যেন জগন্ময়ী মাকে তাঁর মাতৃক্রোড়ে ফিরে আসার আহ্বান জানায়। সেই আহ্বান যেন সবাইকে আনন্দে মাতোয়ারা করে তোলে। এক অপার শান্তি ও আনন্দের জোয়ারে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এ সময়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান বেজে ওঠে মনে-

"জননী, তোমার করুণ চরণখানি,
হেরিনু আজি এ অরুণ কিরণ রূপে---"

বাঙালীর জীবনে, পুজা মানেই দুর্গাপুজা! অশুভের বিনাশ ও শুভ চেতনার ও মঙ্গলের আরাধনাই আমাদের এই মাতৃপূজা।

শরত শিশিরের অরুণছটায়, প্রকৃতি যখন ফুলে ফলে ঝলমল করে সেজে ওঠেন, কবির কণ্ঠে সুর মিলিয়ে আমাদেরও গাইতে ইচ্ছে করে,

"শরতে আজ কোন অতিথি এল প্রাণের দ্বারে,
আনন্দগান গা রে হৃদয়, আনন্দগান গা-রে ....."

কিন্তু আজ এই আনন্দক্ষণেও এক অপার অশান্তি ও দুঃখ পৃথিবীব্যাপী মানুষের জীবনকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে। মায়ের চরণে আমরা সকল দুখের অবসানে শান্তির প্রত্যাশা কামনা করি। মা যেন তাঁর সন্তানদের এই মহা বিপদের হাত থেকে রক্ষা করেন ও শান্তি ফিরিয়ে দেন।
মা যেন সবার মঙ্গল করেন।

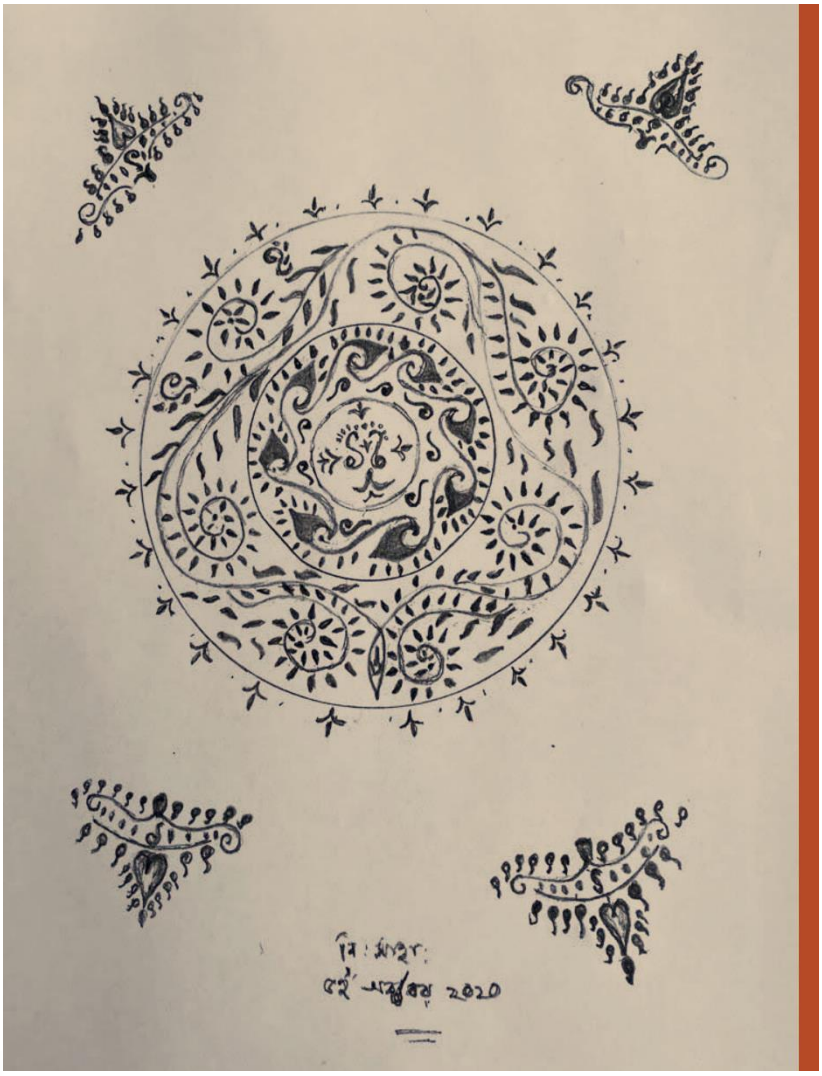

নমস্কার জানিয়ে ---

সাহা মাসীমা

নোভাই, মিশিগান

**

<< আমাদের অনুরোধে ৫ই অক্টোবর, মাসীমা'র নিজের হাতে আঁকা, compass ও eraser ছাড়া >>

নতুন ভোরের আশা

লকডাউনের দিনযাপনের ক্ষণিক অবকাশে
কিছু মনের কথা ব্যক্ত করি শব্দমালার ফাঁসে-
সূর্যোদয়ের রঙগুলো করে আমার উঠোনে খেলা
সেই লালিমা নেশা জাগায়...হই যে আপনভোলা।
মনের বন্ধ জানালাগুলো আপনি'ই খুলে যায়
অতি সাধারণ গল্পও তখন রূপকথার মতো শোনায়
আকাশ বাতাস জুড়ে বাজে খুশির কলতান
ইচ্ছে করে প্রাণভরে করি শতাব্দীর জয়গান।
প্রকৃতির স্পর্শে আকুল হয়ে বাঁচতে যে চাই আজ
জীবন থেকে ফেলবো ঝেড়ে মিথ্যের সব সাজ
পরিযায়ী দের কষ্টের ঝুলি আছে আত্মকথায় জমা
সময় জানি ভুলিয়ে দেবে আলো-আঁধারির সীমা।।

শমিতা রাহা: বারাণসী

পরিচয়ঃঃ - প্রবাসী বঙ্গকন্যা, জন্ম ও বড় হওয়া যোধপুর পার্ক, কোলকাতা; <shamitaraha@gmail.com>, বিবাহসূত্রে বারাণসীর বাসিন্দা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভূগোল-এ স্নাতকোত্তর ডিগ্রির পর পুরুলিয়ার Wasteland Management-এর ওপর তার গবেষণা এক'ই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ছোটবেলা থেকে নৃত্যের প্রতি তার আকর্ষণ এর ফলস্বরূপ কত্থক নৃত্যে 'প্রয়াগ সঙ্গীত সম্মেলনী'র থেকে 'নৃত্য বিশারদ'। কিছু সমাজসেবা'র মাঝে আঁকা,সেলাই ও কবিতা লেখা নিয়ে সময় কাটাতে ভালোবাসেন। মনেপ্রাণে বাঙালি ও রবীন্দ্রানুরাগী হলেও সারা ভারতের কৃষ্টি, ও সৃষ্টিশীলতা তাকে আকর্ষণ করে। সংবেদনশীল বিচিত্রা'র বিশেষ অনুরাগিণী।

Pandemic – a Quest

I heard this mighty "P" word while in school,
Never thought would meet "HER" crossing my 50;
Accustomed to enjoy every second of life,
chase to reach my own summit
Busy with dreams, socials, acronymed Ms. Nifty!

I used to breathe the morning dews
Bragged symphonies of life's hues.
Used to buzz as socalled *busy bee*, working, gathering, manning
For felt in control of my life as the old surrey still being.

Suddeness of Life been warned by distant voices
Of an unseen villainy reaping lives
One by one - extending uncountable dicey dies!
COVID-19, Touched the id.
My fancy dream, "stay home work", realized at an exorbitant price.
That word is now so hateful ..please God may it vaporize!

Mother Earth is having Her vacation to nurture and heal
Still, she's being productive by providing us the daily meal.
The joy of being alive, conscience and wisdom of grateful,
Taught us "Be content, Life's Dice ~ ultimate plate is full".

Mighty Lord, O Holy Saviour! Come, come now,
As meek and helpless, we look upon THOU;
Free us from the clutches of cruel "P",
We've suffered and learnt alot, Save our lives; Glories to THEE.

মৈত্রেয়ী পাল; মিশিগান

পরিচয়ঃঃ -সর্বক্ষণ জেগে স্বপ্ন দেখে সময় যার চলে গেছে

করোনাসুরনাশিনী - তব আগমনী

বিশ্বব্যাপী Covid-19 অদ্ভুত পরিস্থিতিতে এইবছরের বাংলার শারদোৎসবের পটভূমি যেন অনেকটাই বদলে গেছে। ২০২০ সালের শুরুতে আমরা কি কেউ কিছু আঁচ করতে পেরেছিলাম? WHO বা কেন্দ্রীয় সরকারের সতর্কবার্তা সেভাবে জনমানসকে বছরের প্রথম দুটি মাস অন্তত ছুঁতে পেরেছিল বলে মনে হয় না। যাই হোক Lockdown পর্বের প্রথম দুটি মাস বঙ্গবাসীকে অনেক কিছুই শেখাল; social distancing, mask, sanitization; সম্পূর্ণ বন্ধ গণ পরিবহন ব্যবস্থা – রঙ্গে ভরা বিভক্ত বাংলাতে বিগত শত বছরেও দেখেনি বাঙালী। বন্ধ সিনেমা হল, থিয়েটার, রেস্টুরেন্ট এমনকি বিবাহ, শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানেও নিয়ন্ত্রিত আমন্ত্রণ। মানুষ প্রথম দুমাসের corona ভীতি/শঙ্কা কিছুটা হলেও কাটিয়ে উঠেছে উর্ধমুখী সুস্থতার graph দেখে । এই অবস্থার ভিতরেই এলো ১৭ ই সেপ্টেম্বর মহালয়া। চিরাচরিত প্রথায় মহালয়ার পরই শুরু হবার কথা দেবী পক্ষের। এই বছর সেই পরম্পরাও ব্যতিক্রম; যদিও এটা বিরল নয়। মলমাস বিধানে এইমাসে কোনো শাস্ত্রবিহীত পূজা অনুষ্ঠিত হবার নয়। তাই পরের অমাবস্যা কাটিয়ে আসছে বাঙালীর বহু প্রতীক্ষিত দেবীপক্ষ। Unlock phase 1/2 চালু হবার পরে মানুষের মুখে মুখে রসিকতা “বিশে-বিষ”। Covid পরিস্থিতির দোসর বিশ্ব জুড়ে মন্দা, চাকুরি ছাটাই – ভারত বা বাংলা কি তার বাইরে? শারদোৎসবের আয়োজন হবে কিভাবে এই ভাবনাতেই ব্যাকুল পূজা

কমিটিগুলো। Lockdown আর অর্থনৈতিক মন্দার কারণে corporate sponsorship সেভাবে না এবছর। তার উপর নানা স্বাস্থ্যবিধি ও বিধিনিষেধ তো থাকবেই। কুমারটুলী, পটুয়াপাড়া ছাড়িয়ে শহরতলি, গ্রামবাংলার মৃৎশিল্পীদের স্টুডিও/চালাঘরে আশঙ্কার মেঘ; পুজোর বায়না প্রচলিত প্রথা অনুসারে রথযাত্রার দিনেই প্রতিমার বায়নায় অভ্যস্ত বারোয়ারি ও বনেদি পুজো বাড়ি। এবছর সেই প্রথারও ব্যাতিক্রম। পরিচিত মৃৎশিল্প মহলে আশঙ্কা আর দুর্ভাবনা। তাদের সারা বছরের রোজগার নির্ভর করে এই দুর্গোৎসবের উপর। যদিও আস্তে আস্তে কিছুটা হলেও তাদের বায়না শুরু হয়েছে। অধিকাংশ মাতৃপ্রতিমা এবার ছোট এবং সাবেকি ধরনের। একচালা টানা চোখ অপরূপা মাতৃরূপ- ঠিক যেন ৭০-৮০ বছর আগে সব জায়গাতে হত।

বাংলার প্রতিটি উৎসব কলার ভিতরেই বিভিন্ন সংস্কারের মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। বঙ্গের শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গোৎসবের মধ্যেও এই মিশ্রণ একে অন্যের সাথে যুক্ত হয়ে আছে। দেবী মূর্তির রূপদানে ও শিল্পভাবনার প্রকাশ মৃৎশিল্পীরা করেছেন। সেই রাখালপাল, রমেশ পাল, মোহনবাঁশী, রুদ্র পালের সাথে সাথে বিগত দুই-তিন দশকে শানু লাহিড়ী ও সনাতন দিন্দাদেরও হাত লাগাতে দেখেছি দেবীর রূপদানে। সাম্প্রতিক কালে কলকাতা একটি স্থায়ী প্রদর্শনী পেয়েছে বিগত দিনের পূজিতা এই অনিন্দ্যসুন্দর মাতৃমূর্তিগুলোর। এই বছর কর্পোরেট দাক্ষিণ্য অপ্রতুল। তাই নতুন ভাবনা ও তার প্রয়োগ কতগুলি পূজাকমিটি এগিয়ে আসতে পারবেন সেটাই দেখার। এবার আসা যাক মণ্ডপ ও প্যান্ডেল সজ্জায়। নতুন নতুন ভাবনা আর নানারকম রোজকার ব্যাবহারের জিনিস ব্যাবহার করে যে অসাধারণ মণ্ডপ গুলি গড়ে ওঠে কলকাতা শহর, শহরতলি এবং ইদানীং কালে দূরের জেলা শহরগুলিতে এবার সেই আগাম ঘোষণা প্রায় অনুপস্থিত। অবশ্য কলকাতা শহরের কিছু নামী পুজো কমিটি দেরিতে হলেও tradition বজায় রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, জৌলুস কিছুটা কম করে হলেও।

জুন মাসের শেষ থেকেই শহর ও শহরতলীর ডেকোরেটরদের ব্যস্ততা তুঙ্গে ওঠে, এবার চললেও ঢিমেতালে। দুই মেদিনীপুর, ডায়মন্ড হারবার, সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকা থেকে আসা কারিগররা এবার কলকাতায় প্রায় অনুপস্থিত। পরিচিত ডেকোরেটর মালিকদের ফোন করেও সারা পাচ্ছেনা আবার জেলা শহর থেকে কলকাতায় এসে করোনায় আক্রান্ত হলে সে দায়িত্ব কে নেবে সেটাও ভাবাচ্ছ ডেকোরেটর ব্যাবসায়ীদের । অন্যান্য বছর যখন এই সময়ের মধ্যেই ৫০ শতাংশ কাজ হয়ে যায়, নাওয়া খাওয়ার সময় থাকে না। এবার সেখানে অধিকাংশই বসে আছেন।

রাজ্য সরকারী নোটিফিকেশন এই সপ্তাহের ২রা অক্টোবর থেকেই অনলাইনে পুজোর আবেদন করা যাবে 'আসান' পোর্টালের মাধ্যমে । পূজা কমিটিগুলো একই পদ্ধতিতে কলকাতা পুলিশ, পৌরনিগম, দমকলের অনুমতি পাবে। অনুমতি আদায়ের বেশ কিছু শর্ত মেনে চলতে হবে। সেগুলো কি? অন্যতম নির্ধারিত উচ্চতার চাইতে প্রতিমা বেশি উচুঁ না হওয়া, খোলামেলা মন্ডপ, ঢোকা এবং বেরোনোর পৃথক পথ ইত্যাদি। ১১ দফা নির্দেশক। প্রতিটি পূজা কমিটিকে mask ও sanitizer রাখতে বলা হয়েছে। Mask পরিহিত নন এমন দর্শনার্থী মণ্ডপে নৈব নৈব চ'। ভুলবশত mask না পরে আসলে তিনি বিনামূল্যে Mask পাবেন; এটি কমিটি গুলির দায়িত্ব। পাশাপাশি অঞ্জলি প্রদান, সিঁদুরখেলা ও প্রসাদ বিতরণ সবই ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে করতে হবে। মহাঅষ্টমীর চন্ডীপাঠ, পুষ্পাঞ্জলি virtual পদ্ধতিতে বা web cast করেও হতে পারে এমন প্রস্তুতির কথাও শোনা যাচ্ছে । এবার পূজোয় মণ্ডপে গিয়ে প্রতিমা দর্শনে ইতস্ততঃ করলে, মিলবে online এ প্রতিমা দর্শনের সুযোগ। এমনকি ভোগও মিলতে পারে বাড়িতে বসেই। এভাবে বিপণনের চেষ্টা করছে কেউ কেউ, তবে বাণিজ্যিক মুনাফা করতে নয়- এটা খুবই শুভ লক্ষণ। শোনা যাচ্ছে বনেদি বাড়ি ও সার্বজনীন মিলিয়ে কলকাতা শহরের ২০টি পূজার ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা হবে। দুর্গোৎসবের অন্যতম অপরিহার্য অঙ্গ ঢাকের বাদ্য। ঢাক বাংলার লোকসংস্কৃতির অংশ, পূজাকালে ঢাকের বোলের আবেশ কোনো বাঙালির হৃদয়কে না দোলা দেয়? প্রতি বছরের অভ্যাসমত

গ্রাম বাংলার ঢাকিরা এবার শিয়ালদহ – হাওড়া স্টেশন চত্বর ভিড় করে বায়নার অপেক্ষায় থাকতে পারবেন কিনা তা এখনই বলা কঠিন। কারণ railway কর্তৃপক্ষ লোকাল ট্রেন চালানোর প্রস্তুতি নিয়ে রাখলেও; কবে ট্রেন আবার চালানোর সবুজ সংকেত আসবে তা অনিশ্চিত। আর সত্যিই ট্রেন না চললে, প্রত্যন্ত এলাকার ঢাকিরা কলকাতা শহর- শহরতলিতে পৌঁছতে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হবেন; একটু বাড়তি রোজগার হারাবেন তারা।

সব মিলিয়ে এ এক অদ্ভুত পরিস্থিতি। পরিশেষে বিসর্জনের নিয়মাবলি। এই বছর শোভাযাত্রার প্রশ্নই নেই। শোভাযাত্রা আবশ্যিক নাকি? দ্বাদশ শতকের বঙ্গের বিখ্যাত স্মার্ত পন্ডিত জিমুতবাহন তাঁর 'কালবিবেক' গ্রন্থে পুরান থেকে উদ্ধৃত করে জানিয়েছেন –

"সম্প্রেষনং ক্রিয়াকৌতুক

দশম্যঞ্চ মঙ্গলৈঃ"

দশমীতে ক্রিয়াকৌতুকমঙ্গলসহ বিসর্জন ও নিরঞ্জন। একে শাবরোৎসবও বলা হয়। শবরেরা কর্দমালিপ্ত দেহে পাতা দিয়ে নানাভাবে সেজে নৃত্যগীতসহ যেভাবে আনন্দ করে, তাকে বলা হয় শাবরোৎসব।

এবছর ঘট sanitize করে বিসর্জন দিতে হবে; অন্ততঃ নির্দেশিকা তাই বলে। বাকি রইল বিজয়ার প্রণাম, শুভেচ্ছা বিনিময় ও আলিঙ্গন। ব্যাস্ত জীবনে পাড়ার বাড়ি বাড়ি ঘুরে বিজয়ার প্রণাম, সাথে নারকেল নাড়ু, কুচো নিমকি- আজকের শিশু-কিশোরেরা কল্পনাও করতে পারবে না। Whatsapp, Twitter, Facebook account এ বিজয়ার শুভেচ্ছা বিনিময় একালের রীতি হায়! কোভিড কল্যানে এবার বিজয়ার কোলাকুলিও গেল। বিজয়া সম্মিলনী, সাংস্কৃতিক ও একরকম বিধিনিষেধের ভিতর। তবুও এসেছে শরৎ। নদীতীরে, গ্রাম বাংলার মাঠ প্রান্তরে হওয়ায় দুলছে কাশ। হাওয়া অফিসের তথ্যে বর্ষাবিদাযের লগ্ন এলো প্রায়। নিখিল ভুবনের নানা প্রান্তের বাঙালি প্রানের উমার আগমনী বার্তা আনে নব আনন্দের সুর। এইডাক চিরকালের, চিরদিনের। এইডাক চিরন্তন।

শান্তনু সাহা, কোলকাতা

পরিচয়ঃ জন্ম 1969 এর 1st May কলকাতা শহরতলীর বাটানগর শিল্পাঞ্চলে । প্রাথমিক ও স্কুল জীবন বাটানগরেই । গঙ্গার তীরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা শান্ত শহরতলীর সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল জীবনে ফেলেছিল গভীর প্রভাব। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ কলেজ থেকে প্রাণিবিদ্যার সাম্মানিক স্নাতক।প্রথম কর্ম জীবনের অনেকটা সময় কাটে নেপাল ও উত্তর ভারতে। সুযোগ এসেছে হিমালয়ের নানা অঞ্চলে ভ্রমণের ,সেই সুবাদে Rock Climbing course করার। আগ্রহের বিষয় ভ্রমণ, ভ্রমনসাহিত্য, ভারত তত্ত্ব । এর বাইরে অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রসংগীত।পাঠাগার আন্দোলনে উৎসাহী। শ্রী অরবিন্দ পাঠচক্র বাটানগর এর সম্পাদক (Hony)

*** প্রতিমা চিত্র গ্রহণ – শ্রী শুভাশীষ গুহ

কবিগুরু স্মরণে

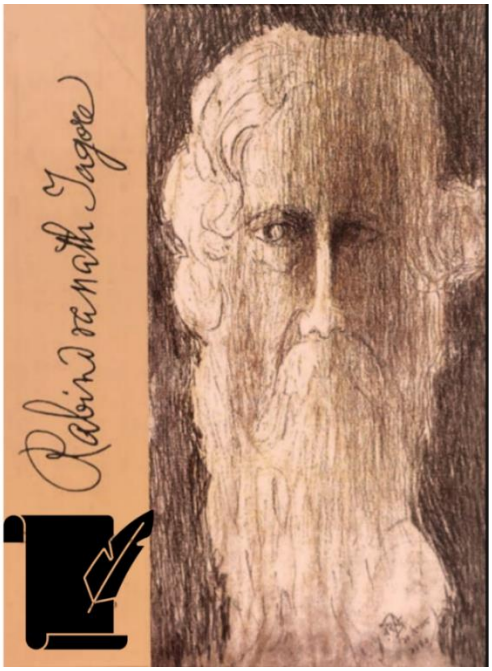

২৫শে বৈশাখ, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শুভ জন্মদিন। জগৎজোড়া কবির খ্যাতি; বাঙ্গালীর হৃদয় ও মননে কবি সদা বিরাজমান। আনন্দ-দুঃখ, বিরহ-মিলন, সকল স্থানেই কবির লেখনীর ছোঁয়া। কবির "জীবনস্মৃতি" আমার জীবনে একটা বিশেষ স্থান আছে। গঙ্গার ধারে সেই যে কলেজের ক্লাসরুমে যখন বাংলা পড়তাম, এই বেয়াড়া চোখদুটো জানলার দিকে চলে যেত, দেখতাম কত মানুষ, নৌকা, লঞ্চে করে গঙ্গা পারাপার হচ্ছে। কোথায় যে হারিয়ে যেতাম নিজেই জানিনা। কিছুতেই পড়ায় মন বসত না - সে যেন আমারই "জীবনস্মৃতি" ! শুধুমাত্র এটুকু পাওয়ার জন্য সেই লাস্ট বেঞ্চে বসতাম, যাতে অনুভূতি আরও প্রবল হয়।

তুমি বিরাজিবে সবার হিয়ার মাঝে,
তোমারই কণ্ঠে ফুলমালা সাজে।
বাংলার ভাঁড়ারে তুমি আনিলে যে "রতন"
খোয়া গেল সেখানি করে নাই যতন!
সুখের স্বরলিপি, দুঃখের গান,
বড় ভাল লাগে তোমার লেখা "প্রাণ"
"কথা ও কাহিনী" কেহ দিয়াছিল আনি,
কে যে নিয়ে গেল, কিছু নাহি জানি!!
লহ প্রনাম হে বঙ্গ কবি
তুমি বাংলার পরিচিত "রবি"!

~ **অদিতি বিশ্বাস**, হাকিম পাড়া, শিলিগুড়ি

FREEDOM IN AMERICA: A NEW PERSPECTIVE

When It All Began

It all began with government's sincere efforts to grant people the freedom envisioned by our founding fathers. The venerable First Amendment spelled out in detail the meaning of freedom the government guarantees to every person, establishing the universal system of freedom. For a while this system functioned beautifully, with America becoming the universal symbol of freedom. As our society progressively became more complex, however, America started defining the real meaning of freedom. What followed then was a period during which, while trying to stay true to the ideals of America's founding fathers, the country became mired in a never-ending task of preventing people from misusing loopholes and weaknesses in the existing system. The result was predictable: over time, freedom in America did not remain free. Today, the myriad of legal interpretations and exceptions define the kind of freedom we enjoy.

Externality: A Valuable Concept

Not all activities are clearly defined as legal or illegal. Some also fall into the grey area, causing confusion and disarray. A clear example today is that of the freedom to attend large crowds with no face masks or violate social distancing protocol. Another example of misusing the true spirit of freedom is to open a restaurant in a downtown area where coronavirus is multiplying rapidly and the only sure way of fighting the virus is to maintain social distancing by closing down the restaurant. If there is no specific law against it, then, of course, many people feel they have the freedom to engage in such activities. But what people seldom realize is that by behaving in that manner they invariably expose others to coronavirus risks, unintentionally hurting others and clearly *misusing* their sacred freedom. If that practice continues unchecked, then the government is left with no alternative but to pass a law invariably restricting people's freedom.

This point requires further clarification. Our free enterprise system is based on leaving scores of decisions to individuals. People have the right to decide what they do for entertainment, how they view the relationship between consenting adults, or even who they wish to socialize with. But there are individual actions that adversely affect others do not fall within the definition of individual freedom. Examples include polluting the public lake by dumping sewage, affecting the atmosphere with gas emissions from cars, and refusing to wear face masks to restrict the spreading of coronavirus. Each activity helps the decision maker in some way by making things more convenient, cutting business costs, and generate other benefits. In Econ 101 such events are called "the externalities." These require government intervention, simply because such activities put others at risk who have no power to prevent these activities from being undertaken.

New Definition of Freedom

And that leads us to seek a new definition of freedom. Truly enlightened Americans who understand the meaning of externalities might well interpret the word "freedom" more rationally, as do the citizens of many other free countries like Germany, Japan, and Taiwan. This is accomplished by voluntarily refraining from engaging in these lawful but socially unacceptable activities.

Against that backdrop I suggest that in America we embrace a new definition of freedom. Americans have the right to enjoy freedom so long as they have the maturity to *voluntarily* refrain from carrying on activities that result in unacceptable externalities. That would help us achieve the best of both worlds: create an exceptional land of freedom associated with voluntary avoidance of externalities.

Dr. Sid Mittra

Emeritus Professor, Oakland University, Michigan

Is a founding member of Bichitra. With his musical group, he has always been an active participant in Bichira's cultural programs. Currently Mittra lives in Minneapolis but maintains close ties with Bichitra.

Our First Home in USA

This is the story of our first home in U.S.A. We arrived at Philadelphia airport to get settled in U.S.A. in 1974. We were here before as tourists. My grandson Abu (nickname) Ranjit Ghosh was living in the suburbs of Philadelphia in Manoa in an apartment. He came to the airport to pick us up. Abu had already arranged an apartment for us in the same building where he lived.

You might say how could we have a grandson then, while our two daughters Ruby and Gigi were only 12 and 9 years old, respectively. In fact Abu is my cousins' grandson, but as you may know the common custom in Bengali family is that your brother's or sister's sons and daughters are also your sons and daughters in category of family tree relation. I could not make it understood to a non-Bengali person, so I refer to him as my cousin and my favorite young relative. I used to baby-sit him in my school days. The reason is, his family used to live in Puri in Orrisa. When his mother Annapurna (she was my cousin's daughter) used to come to Kolkata (baper bari) for a short time, she wanted to see as many Bengali movies as possible. In those days there were no Bengali movies shown in Puri. The reason being Orissa's state language was not Bengali; it was Oria. Sometimes she (Annapurna) used to go to two shows in one day, and leave Abu with us.

Now comes the story of 549 Rutgers Avenue. I had the idea of doing some research job in America by joining in some biology or biochemistry project, or to take some courses which will enable me to do that. Abu told me about the University of Pennsylvania and other universities and medical schools located in downtown Philadelphia. He was an engineer from India and had done some studies at Drexel University in Philadelphia. So I decided to go to Philadelphia. I had my new red Volkswagen Beatle. I decided to take the train instead of driving. I was told that in Manoa there was no train station in those days, but from Swarthmore Village which was about 5 or 6 miles away, there was a train station which had service to Philadelphia.

My husband Biswanath, short 'Bisu' knew about the station in Swarthmore, since one of the branches of his office was there. Sometimes during the lunch hour he would walk around the place. He told me that it was a very nice place to live. Swarthmore is a suburb of Philadelphia, and many professors from the University of Pennsylvania lived there. Also he had heard that the school district was very good.

We already knew the fact that in America not all school districts are good. That we learned from our previous experience. Three years earlier, while going to Brazil we had that bad experience. Ruby, Gigi and myself had come to U.S.A. for the first time. We stayed in the city of Elizabeth in New Jersey. As for Bisu, he had come to America for conferences, so he did not have the occasion to enquire about school districts. One of Bisu's college fellows was at Rutgers University in NJ and told him that one of his student's had finished his PhD early and gotten a job in a different state. The student was leaving his apartment, and since there was still one month left on the lease contract he was looking for someone to sublet the place. So we decided to rent the apartment. We were waiting in America for our visa to go to Brazil.

I saw that there was an elementary school just next door to the apartment building. So we thought that for Ruby and Gigi it would be better to go to school for a month than stay in at home with no friends. That did not go well. I took them to the school and explained our situation to the principal. He was very keen to accept them. I noticed that the majority of students in the school were black. We had lived in Nairobi in Kenya and Kampala in Uganda before. So the girls had acquaintances who were fellow black students, and played with them in the neighborhood. On the second day of school at 9 AM, there was a knock at the door. I opened the door of the apartment and found Ruby and the school principal standing there. Ruby had a black eye and was crying. I got a shock of my life. The principal was very apologetic and explained to me what had happened. A fellow student had boxed her in the eye. I asked him to come in. He said that little boys are a bit rough and as she was a girl who looked different, she was a target. Fortunately, the wound was not severe.

He also repeatedly requested me to send her back to school when she was feeling better, so that the students should understand that there are many different types of people living in town. They better accept it. I just said 'yes'. But in my mind I thought my daughter is not a guinea pig. So I never sent them back to that school. That is my previous experience with schools in America.

So one day I decided to go to downtown Philadelphia to explore. I drove to Swarthmore train station and left my car there. I took the train to Philadelphia, to the station near 30th street. I came out of the station and stared walking towards 40th street, as I had been told that University of Pennsylvania was around there. Within one block I saw Hahnemann School of Medicine. I knew from earlier days that 'Hahnemann' system of medicine is a homeopathic system of medicine. I just thought, 'let's see what possibilities are there'. I went to the office and told the secretary my intention for coming there. I asked if I could talk to the head of the Physiology department. I have a Masters in Physiology. She told me that he was not there that day, but the assistant department head was there. I agreed and she lead me towards his office. I was surprised to see a name tag 'Dr. Chattarjee' on the name board on his door. The name 'Chatterjee' is a typical Bengali name. It is a common surname of people from West Bengal, a state in India. We entered the room as she had already phoned him of our coming. We exchanged a few formalities. I mentioned to him my reason for coming there. Then he said that day was not very suitable for him for a meeting because he was going home soon; a realtor was coming to see his house. Then he explained that he was moving to a new job at the University of Illinois and had already resigned from the Hahnemann School of Medicine. I asked if he did not mind telling me where his house was located, since we were looking for a house to buy. He mentioned that his house was in Swarthmore. I thought how coincidental that was. I told him that we were looking for a home to buy in a good school district area like Swarthmore. He added that he had already called his wife Janet to come to the train station to pick him up. I told him that I could give him a ride home, as I had left my car at the Swarthmore station to come to Philadelphia. I also told him that I would like to see his house if he did not mind.

So we took the train and arrive at Swarthmore train station. From there he directed me to his house. It was a two storied red brick building with nearly half an acre area. We entered the house by the front door and saw Janet was there sitting there in a large sofa in the large living room with heaps of dry laundry folding them. There were three boys playing with a dog. The boys were between 2 and 8 in age and she was expecting another child. I also noticed a cat sleeping on the sofa. The dining room was a reasonable size and a big kitchen with two stoves, one standard and one for only baking bread. We went upstairs and saw that the master bedroom was quite big, then to the boy's room. It struck me that three walls were three different colors. She explained that each boy had their own choice of color. She was preparing the other small room for the coming child. I thought that a coat of paint would make the house habitable. In the garden there were many flowers, but haphazardly planted. I also noticed a real hot chili plant, which Dr. Chatterjee had brought in the form of seeds from Dacca. Dacca is the older name for the capital of Bangladesh. People from that area like very hot food, even more so than people from West Bengal.
I liked the house but in needed several coats of paint before we could start living there. One more advantage I thought was Swarthmore College, which I had heard was a good college. Eventually our older daughter Ruby went to Swarthmore College and I also worked in a lab at the University of Pennsylvania in Philadelphia.

I told my husband about my adventure and asked to him to visit the place. Within four months we moved into our home at 549 Rutgers Avenue in Swarthmore, Pennsylvania.

Runa Ghosh (nee. Dutta)

Born in Calcutta, West Bengal in 1935, was raised in a conservative family. From a young age she was a voracious reader of literature. Breaking with tradition, she received her M.Sc. in physiology from University of Calcutta, a coeducational institution. In 1960, within 15 days of her marriage to Dr. Biswanath Ghosh they left for England. Following their professional careers, they lived in Kenya, Uganda, Egypt, Brazil and Guyana as well as traveling throughout the world. Bisu's position with the United Nations FAO, brought them in contact with people of culture from different countries. Runa Ghosh has two daughters and three grandchildren and is a disciple of the Ramakrishna Math and Mission. She is a news junkie and keeps up with current political and economic events.

হে নিষ্ঠুর ও নির্মম করোনা-ভাইরাস !

৺পূজোর দিনগুলো এগিয়ে আসছে, আর একই সঙ্গে কোভিড-১৯ এর ভাইরাস-এর (SARS-COV-2) তৎপরতা উর্দ্ধগতিতে পৃথিবীব্যাপী জনসমাজের সম্মুখীন। এ অবস্থায় প্রথম প্রশ্ন হল: মায়ের যথাযথ পূজো ও শারদীয় উৎসব এই বৎসর, এমনকি আগামী বৎসরেও আদৌ সম্ভবপর হবে কি না ? কঠিণ এক পরিস্থিতি: স্থানীয় Epidemic নয় ; এক Global Pandemic*) বলা চলে। বিশেষ ভাবে আক্রান্ত হয়েছে: উত্তর আমেরিকা, ভারতবর্ষ, ব্রাজিল, ও ইটালী ।

এই ভাইরাসটি চীন দেশে Wuhan নগরে গত ২০১৯ সনে প্রথম দেখা দেয় এবং প্রধানতঃ মানুষের মাধ্যমে সংক্রামিত Flu জাতীয় একটি কঠিন ব্যাধি হিসাবে গণ্য করা হয় । ব্যাধিটি **Lung** (ফুসফুস) এবং **Heart** (হৃদপিণ্ড) এর বিশেষ ক্ষতির কারণ হতে পারে । তার উপর এও প্রকাশ যে প্রাণ হারানোর ভীতিতে বয়স্কদের মধ্যে অনেকেই জর্জরিত । আজ পর্য্যন্ত এ পৃথিবীতে প্রায় ৪০০ লক্ষ লোক আক্রান্ত হয়েছে এবং তার মধ্যে অনেকেই বার্ধক্যতার জন্য প্রাণ হারিয়েছে। তুলনামূলকভাবে দেখা গিয়েছে যে অপ্রাপ্ত বয়স্কদের মৃত্যুর হার কম ।

দিনের পর দিন পরিস্থিতি আরও দুরুহ হতে লাগল । নাক ও মুখ মুখোশ দ্বারা ঢেকে এবং অন্ততঃ পক্ষে ৬ ছয় ফুট পরস্পরের মধ্যে সান্নিধ্য বজায় রেখে, ঘরের বাহিরে চলাফেরা করা স্থানীয় সরকারের নির্দেশ । অমান্যকারীদেরে স্থান ও পরিবেশ অনুযায়ী অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে – upto one thousand dollars (about Rs. 73,000) per person recorded in the United States of America. পরীক্ষামূলক ভাবে দেখা গিয়েছে যে হাওয়ার গতিবিধির উপর নির্ভর করে সান্নিধ্যের দূরত্ব ৬ ফুটের অনেক বেশী , প্রায় ২৪ ফুট পর্যন্ত হতে পারে বলে মনে রাখা দরকার । তাই পরস্পরের সান্নিধ্য এক বিচার সাপেক্ষ ব্যপার । হাত পরিষ্কার রাখা একান্তই প্রয়োজন, নতুবা নোংরা হাত বা হাতের আঙ্গুল নাক বা চক্ষুর সংস্পর্শে আসতে পারে । ফলে করোনা-ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে ।

Fig.1 Typical face covering device (মুখোশ)

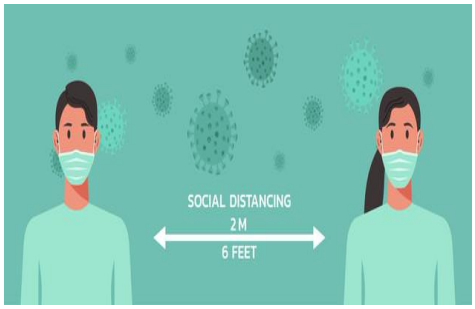

Fig. 2 : Distancing between two human beings

*) WHO (World Health Organization) declared COVID-19 a Pandemic on March 11, 2019

করোনা-ভাইরাসের অসীম কৃপায় বর্তমানে স্কুল-কলেজ, অফিস-কাছারি, দোকানপাট, কল-কারখানা, চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যাপারে জড়িত প্রতিষ্ঠানগুলি - যেমন ডাক্তারখানা ও হাসপাতাল, এমনকি স্থানবিশেষে সকল প্রকার যানবাহন পর্যন্ত বন্ধ। সিনেমা, থিয়েটার, রেস্টুরেন্ট Business প্রায় অচল (going out of Business) । এক কথায় অনায়াসে বলা চলে : **Lock Down Situation.** এই পরিস্থিতি খুব অস্বাভাবিক ও বিরল, জনসাধারণের চিন্তার বাহিরে । বলাই বহুল্য যে সামরিক আইনের (Curfew) সঙ্গে এই পরিস্থিতির কোনরূপ তুলনা চলে না।

বর্তমান **Lock-Down** এর অব্যবহিতপূর্বে জনগণের জীবনযাত্রা সর্বদা সহজ , সরল , শান্ত ও অপ্রতিহত অবস্থার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলছিল, আর তার পিছনে ছিল এক নিয়মমাফিক কর্তব্য-কর্মের ধারা। তৎসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলি – সরকারী কিংবা বেসরকারী – সাধারণত পরস্পরের পরিপূরক হিসাবে গণ্য করা হত এবং তার উপর পরস্পরের মধ্যে বোঝাপড়াও ছিল যথেষ্ট। ফলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা (**Economics**) ও স্থানীয় জনগণের শারিরীক অবস্থার (**Health**) উন্নতি একেই সঙ্গে বোঝা বা উপলব্ধি করা সম্ভবপর ছিল। একটি অপরটির উপর নির্ভরশীল। সমাজের শিক্ষা-দীক্ষা ও শারিরীক অবস্থা সম্বন্ধে কতৃপক্ষ সদাই সচেতন ছিলেন । মনে পড়ে: আগে কি সুন্দর দিন কাটাতাম – স্বপন বসুর গানের কথা ।

করোনা-ভাইরাসে আক্রান্ত দেশগুলি জনগণের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য অচিরেই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল এবং সেই সময়ে তাদের বিশেষজ্ঞগণ কর্মসূচী অনুযায়ী কাজকর্ম চালিয়ে যান। তবে Pandemic শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই নানা ধরনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মতানৈক্য দেখা দেয় এবং জনগণ অনেক বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে , উত্তর আমেরিকায় **CDC** (Centers for Disease Control & Prevention) কেবল তাদের রোগীদের নিয়ে যথাসম্ভব ব্যস্ত ছিল, কিন্তু সেই দুষ্কর সময়ে অন্যান্য সংস্থান গুলির সঙ্গে **CDC** এর বোঝাপড়া ও তৎপরতার অনেকটাই অভাব ছিল। ফলে করোনা-ভাইরাসের আক্রমণ প্রখর হয়ে দাঁড়াল। Again a lesson is learned: মিলেমিশে করি কাজ হারিজিতি নাহি লাজ।

এই বৎসর, অর্থাৎ ২০২০ সালের কিছুদিনের মধ্যেই বোঝা গেল যে করোনা-ভাইরাস পৃথিবীর পরিস্থিতি, তথা জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রা বেশ পরিবর্তন করে দিয়েছে। তারজন্য নূতন প্রস্তুতি দরকার। যেমন আগেই বলা হয়েছে (s. Fig.1 & 2) :

Using Masks and Maintaining a social distance of 6 feet are important. তারপর শিক্ষাদীক্ষা , ধর্মীয় ক্রিয়াদি , চিকিৎসা সংক্রান্ত কাজকর্ম , পরিবহন পদ্ধতি ও নিয়ম-কানুন , দৈনন্দিন বেচা-কেনা, ব্যবসা-ব্যাণিজ্য, প্রভৃতি টেলিফোনে বা Computer সাহায্যে On-Line এ করা হয় – Essentially a virtual process, and no personal interfacing. ঘরের বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন খুবই কম – মূলতঃ বন্দী-অবস্থাই বলা যায়। কল-কারখানা, স্কুল-কলেজ, শিল্প-কেন্দ্র, ও হাসপাতাল গুলির অভ্যন্তরীণ চেহারা কিছু কিছু রূপান্তরীত হয়েছে , তবে অনেকটাই এখনও পরিবর্তনশীল বলে ধরা যায় । তার উপর অর্থিক ও বেকার সমস্য দিন-দিন বেড়েই চেলেছে । তার প্রকৃত সমাধান কবে ও কখন জনগণের কাছে এখনও অজ্ঞাত । করোনা-ভাইরাসের বীজাণু বাদুড় (Bat) থেকে মানবদেহে সংক্রামিত হয় বলে অনেকেরই বিশ্বাস। কিন্তু সংক্রামণ পদ্ধতি আজও বিচার সাপেক্ষ। In China, Wuhan University Laboratory তে করোনা-ভাইরাস-১৯ এর ব্যপারে কিছু গবেষনা চলছিল , এবং সেই সময় কিছু বীজাণু অপ্রত্যাশিতভাবে বাইরে ছড়িয়ে পড়ে বলে প্রকাশ । কিন্তু সরকারী অনুসন্ধানে এর সত্যতা আজও প্রমাণিত হয় নাই। করোনা ভাইরাসের প্রাথমিক চরিত্রগত বৈশিষ্ঠ ও Scientific Data একেবারে অজ্ঞাত।

Mathematical Modeling and Rational Conclusions are out of Questions. ভাইরাস কিন্তু সহজে চলে যাবে না। *Theoretically, it can stay everywhere in the space including human interior body system for a long time, with low concentrations -- however small.* এও সম্ভব যে germ in low concentration ঘরের ভিতরেও বিদ্যমান, but not that critical. আগামী দুই /তিন বৎসর এই অস্বাভাবিক ঘটনার সম্মুখীন হওয়া একেবারই অস্বাভাবিক হবে না ।

বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র করোনা ভাইরাস বেশ সজীব ও সক্রিয়। সম্পূর্ণ পরিত্রাণের উপযুক্ত চিকিৎসা এখনও Laboratory তে সীমাবদ্ধ। তবে আমরা এইটুকু জানি যে: An ultimate **Vaccination,** whatever it is, would be the answer. মহিষাসুরমর্দিনী অর্থাৎ দেবীদুর্গা **এক মহাসন্ধিক্ষণে মহিষ তথা মহিষাসুরকে বধ করেন, আর তারজন্যই সন্ধিপূজার প্রথা আজও বিদ্যমান।**

করোনা ভাইরাসের উপযুক্ত ও অনুমোদিত Vaccine পৃথিবীব্যাপী অবিলম্বে সর্বত্র প্রয়োজন। **Vaccine অনুমোদনের দিন ও সময় আর একটি সন্ধিক্ষণ।** জনগণ তার অপেক্ষায় থাকবে ।

ডঃ ধীরেন্দ্র চন্দ্র রায়

পরিচয়ঃঃ বাংলাদেশে সদর ব্রাহ্মণবড়ীয়াতে জন্ম । শিক্ষা - Berlin Technical University' র স্নাতক ইঞ্জিনীয়ার, জার্মানি 'র Diploma-Engineering (Mechanical) and Doctor-Engineering (Chemical); বসবাস করেছেন Brahmanbaria, Kolkata, Berlin, Toronto, এবং অবশেষে Detroit। বর্তমানে আমেরিকার একজন নাগরিক ও বিচিত্রার অবিচ্ছেদ্য অংশ - শুরু থেকে তাঁর পরিবার বিচিত্রা'র সদস্য (Founding Member) । পুত্র Anindya ও কন্যা Angkana Roy Weisberg. পাঁচ নাতিনাতনি নিয়ে বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত নাগরিক, spending spare time to play Hawaiian Guitar।

প্রতিশোধ

নমিতা ও শুক্লা , দুজনের গলায় গলায় বন্ধুতা – যাকে বলে গল্পের সেই "উমনো–ঝুমনো"! দুজনের মায়েরাও পরস্পরের বন্ধু। নমিতা'র মা – মানে রুবি-র যখন বিয়ে হয়, বাসর ঘরে , সবাই যখন যাবার জন্যে চলে যায়, শুক্লা র মা সবিতা রুবিকে সঙ্গ দেয়। সবাই খেয়েদেয়ে নিজের নিজের বাড়ী রওনা হয়, কিন্তু রুবি সবিতার সঙ্গ ছাড়েনি।

তাই বোঝা যায় বন্ধুত্বটা কতটা পাকা! একে অপরের বাড়ী আসাযাওয়াও খুব ছিল। আর এটা অনেকদিন আগের কথাও বটে – সময় তো হাওয়ার আগে আগে যায়! তখন মধ্যবিত্ত পরিবারে অনেক বাধানিষেধ নিয়মকানুন ছিল; আর সকলে সেটা মেনে চলত। বউ-ঝি'রা ভাশুর ঠাকুর কে মাথায় ঘোমটা টানত। মফস্বলে'র এই দুটি পরিবার থাকত কলকাতা মহানগরী থেকে অনেক দূরে – তাই অতটা আধুনিক ও হয়ে ওঠেনি।

দুটি পরিবারের মধ্যে খুবই ঘনিষ্ঠতা থাকায়, তাই দুই পরিবারে নতুন দুই কন্যা সন্তান যখন হয়, তাদের সম্পর্ক আরও গাড় হয়।

তবে শুক্লা একটু স্পষ্টবক্তা – একটু কটকটি স্বভাব তার, আর ভয়ডর একটু কম- যেটা ঠিক মনে করে, সেটা করতে সে পিছপা হয় না। নমিতা আবার শান্ত স্বভাবের – একটু কম কথার মেয়ে, অত মুখে মুখে কথা বলতে পারে না; চুপচাপ শান্ত। দুজনেই স্থানীয় স্কুল থেকে পাশ করে কলেজ ভর্তি হয়।

অল্প বয়েসে ছেলেমেয়ে যেমন একজন আরেকজন কে দেখে হঠাৎ ভাল লেগে যায়, নমিতা ও আদিত্য'র জীবনে সেরকম প্রেম আসে- বয়েসে আদিত্য কিছুটা বড়, লেখাপড়া ও দেখতেশুনতে খুবই ভাল; দুই বান্ধবী যথারীতি BA, BSc পাস করে, বর্ধমান বিস্বাবিদ্যালয়ে MA, MSc করতে যায়; আর আদিত্য কলকাতায় অধ্যাপনায় নিযুক্ত হয়।

কিছুদিন পর আদিত্যর বাবা, বারীন বাবু আদিত্যকে বিবাহের জন্য চাপ দেন- জিজ্ঞাসা করেন, তার কেউ চেনাশোনা বান্ধবী আছে কিনা? শুক্লার সঙ্গে আদিত্যর অনেক আগে স্কুলে পড়ার সময়, একটা হাল্কা সম্পর্ক জড়িয়ে ছিল; সেটা নমিতা জানত না। কোনোভাবে সে সম্পর্ক ভেঙ্গে যায়, যেটা নমিতার অজানা- যেটা ঘটে স্কুল পরার সময়।

তার অনেকদিন পর, নমিতার সাথে আদিত্যর জানাশোনা হয়। শুক্লা নমিতা কে বলে, দ্যাখ নমি- সব কিছু আগাগোড়া না জেনে কারও সাথে ঘনিষ্ঠতা করিস না, কারণ এক সময় শুক্লা আদিত্যকে

কোনও একজন মহিলার সাথে ঘনিষ্ঠ অবস্থায় দ্যাখে। কিন্তু নমিতা অটল – সে আদিত্য ছাড়া কাউকে বিয়ে করবে না।
তো যথাকালে নমিতা ও আদিত্য বিবাহবন্ধনে যুক্ত হয়।

শুক্লার বিয়ে হয়ে দেশের বাইরে চলে যায় – প্রায় বছর ছয়েক দুইজনের প্রায় যোগাযোগ বিছিন্ন – চোখের আড়াল ও মনের আড়াল! হঠাৎ একদিন বর্ধমান থেকে একটু দূরে এক স্টেশনে এ ট্রেনে উঠে শুক্লার আলাপ হয় এক মধ্যবয়সের মহিলার- ন্যাড়ামাথা, সাদা কাপড় পরিহিতা ও রুদ্রাক্ষের মালা গলায়; তারপর কথায় কথায় জানতে পারে, সেই নমিতা! খবরের কাগজের একটি ঘটনা তার চক্ষের ওপর ভেসে ওঠে!
নমিতা কে জিজ্ঞাসা করে- কি করে কি হয়ে গেল? নমিতা জানায়- তুই তো ঠিক বলেছিলি – আমি অনেক কিছু নিজের চোখে দেখেছি, জানিস – মাঝগঙ্গায় নৌকো ভ্রমণে তাকে আমি ঠেলে ফেলে দিই। একটু সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল, আর মাঝি কিছুটা নেশা করেছিল- আদিত্য সাঁতার জানত না – গভীর ঠাণ্ডা জলে হার্টফেল হয়ে সে মারা যায়; হাসপাতালে নিতে একটু দেরি হয়েছিল,বাঁচানো যায় নি। শুক্লা একদৃষ্টিতে বান্ধবীর দিকে তাকিয়ে থাকে- যে নমিতা এত স্বল্পবাক ছিল, কি করে তার এই পরিবর্তন সম্ভব? জানতে পারে শেষের দিকে তাদের সম্পর্ক খুব ভাল ছিল না।

নমিতা অসংলগ্ন ভাবে মাটির দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় বলতে থাকে – ঈশ্বর ও কখনো কখনো ভুল করে ভাল মানুষকে শাস্তি দেন- আমি কি ভুল করেছি? শুক্লা তুই-ই বল – ভগবান কখন ওকে ওর অসৎ কাজের জন্যে শাস্তি দেবেন- তার জন্যে অপেক্ষা না করে তার আগে আমি ওকে তার অন্যায়ের প্রতিশোধ নিলাম – আমি কি ঠিক করিনি???
পোস্টমর্টেম এ দেখা গেছিল আদিত্য নেশা করেছিল, তাই ঢলে পড়েছিল – ওর মৃত্যু র জন্যে কেউ দায়ী নয়!!!

চন্দ্রা নায়ক
পরিচয়ঃ:: **সদা হাস্যময়ী,** মনেপ্রাণে সৌন্দর্যপ্রেমী।

ডিয়ার ডাইরি।। ২৬ জুলাই, ২০২০।

অনেকসময় বর্তমান কালের কোনো ঘটনা বা কোনো ব্যক্তির সংস্পর্শ হঠাৎ করে কোনো পুরোনো স্মৃতি মনে করিয়ে দেয়। তেমনি আজ সন্ধ্যায়, মেয়ে'কে তার এপার্টমেন্টে দেখে ঘোর শিলাবৃষ্টিতে যখন Grand River Avenue ধরে Williamston রাস্তায় একটা ভাঙ্গা পুরনো বাড়ীর porticoতে দাঁড়িয়ে ছিলাম, বৃষ্টি থামার অপেক্ষায়...জানিনা কেন কিছু দৃশ্য, বহুদিনের পুরোনো জবলপুরের একটা ভাঙ্গাচোরা দুর্গের ঘটনা মনে করিয়ে দিল। আমি তো গাড়ির ভিতর, কিন্তু দেখি একজন homeless মহিলা ও দাঁড়িয়ে আছেন, কিন্তু কি তীব্র চাহনি...একে কোভিড, তায় অন্ধকার...তার ওপর মিশিগানের শিলাবৃষ্টি ... মন চট করে চলে গেল ১৯৮৪ তে----

আমরা সবাই সেবার পুজোয়, ১৯৮৪ সালে- উচ্চমাধ্যমিকে ভাল নম্বর পাওয়ার উপহার স্বরুপ গিয়েছিলাম জবলপুরে- মিলিটারি ক্যান্টনমেন্ট -এ কাকুর বাড়ী; সকাল থেকে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি, বাইরে বেরোবার কোনো উপায় নেই।বিকেলের দিকে দেখি কিছুটা আকাশ পরিষ্কার, বৃষ্টির ধারা বেশ কিছুটা কমে এসেছে।সন্ধেতে বৃষ্টি প্রায় ধরে এলো। কাকুকে বাড়ির কাজে বেরোতেই হবে, বাড়িতে মিস্ত্রি কাজ করছে, কাল ওদের কিছু কাজের সরঞ্জাম দিতেই হবে। বাবাও কাকুর সঙ্গ নিল, কাছেই শর্মা-জীর দোকান থেকে থেকে সরঞ্জাম কিনে আনতে যাবে বলল- আমিও সঙ্গ নিলাম; বেরোতেই দেখি আবার আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমেছে।সামনেই বিই ব্লকের ঝুপড়ি মার্কেট, দৌড়ে একটা ছোট ঝুপরির ত্রিপোলের তলায় আশ্রয় নিতে হল।বাইরে তখন অন্ধকার নেমে এসেছে, চোখটা অন্ধকারে একটু সড়গড় হতেই দেখতে পেলাম এক দেহাতি যুবক যুবতীও সেখানে আশ্রয় নিয়েছে।ওদের বেশভূষা বেশ উগ্র ধরণের, যুবতীর মাথায় একটা টিনের মুকুট, সিঁথিতে বিশাল লম্বা সিঁদুরের টিপ,হাতে চকচকে তলোয়ার, চোখের দৃষ্টি খুব অপ্রসন্ন। পুরুষ সঙ্গীটিও উগ্র রঙের পোশাক পরিহিত , তারও হাতে টিনের তলোয়ার।বুঝলাম ওরা বহুরূপী সম্প্রদায়ের, পুজোর পর বাড়ি বাড়ি রোজগারের আশায় ঘুরে বেড়াচ্ছে।বৃষ্টিতে আমাদেরই মতো ওরাও এখানে আশ্রয় নিয়েছে।মহিলাটিকে দেখে আজ এই সন্ধেতে অনেকদিনের আগের সেই স্মৃতির কথা মনে পড়ে গেল।

কাকু বাড়ি বানিয়েছেন শহরের শেষ প্রান্তে এক টিলার ধারে। মিলিটারি বেস ছাড়িয়ে - টিলাটি ক্ষুদ্র হলেও এটিও প্রাচীন কালের বিন্ধ্যপর্বতের অংশ বিশেষ। মধ্যপ্রদেশের সৌন্দর্য অপার্থিব - না দেখলে বোঝানো যায়না- এক টিলার ধার বেয়ে আঁকাবাঁকা কাঁচা রাস্তা চলে গিয়েছে পাহাড়ের উপর এক দুর্গ পর্যন্ত।দুর্গটিকে সবাই "রানী দুর্গাবতী ফোর্ট" বলে জানে।কয়েকটি ভাঙাচোরা বাড়ি, টিলার একদম উপরে একটি ক্ষুদ্র পরিসরের রানীর গৃহ আরো কিছু এখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন।রানী দুর্গাবতী ছিলেন উত্তরপ্রদেশের বান্দার রাজকুমারী, বিবাহ করেন গোন্ডওয়ানার রাজা দলপত শাহকে।পরবর্তীকালে নানা টানাপোড়েনে রানী দুর্গাবতীকে রাজ সিংহাসনে বসতে হয়।সম্রাট আকবর তখন দিল্লির মসনদে।আকবরের তখন দক্ষিণাত্ম বিজয়ের স্বপ্ন।আকবর আসফ খানকে স্থানীয় মুঘল শাসক নিযুক্ত করেন।যুদ্ধ বাধে আসফ খানের সাথে রানী দুর্গাবতীর।তিনবার অসীম সাহসের সাথে এই অসম যুদ্ধে আসফ খানকে রুখে দিলেও চতুর্থবারে রানী গুরুতর আহত হন।শেষে শত্রুপক্ষের কাছে নিজে ধরা না দিয়ে রানী আত্মহননের রাস্তা বেছে নেন।সেই দিনটা মানে চব্বিশে জুন রাণীমার মৃত্যুদিনটা সবার কাছে আজও বলিদান দিবস বলে পরিচত।

আমাদের দুই বোনের তখন শুধুই অবসর।প্রতিদিনই দারুন ভালমন্দ খাচ্ছি আর গোগ্রাসে ঘুরছি ! প্রায়ই কাকুর বন্ধু টুটুলমামার সাথে আমরা পাহাড় ঘুরে বেড়াতাম।একদিন মনে আছে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে রাস্তা বরাবর হেঁটে বহুদূরে চৌষট যোগিনী মন্দির পর্যন্ত চলে গিয়েছিলাম।রাস্তার দুধারে অনেক গাছ আর জঙ্গল, তারমধ্যে পেয়ারা আতা ইত্যাদি গাছ তো আছেই।দিনের সব সময় প্রচুর হনুমানের সমাবেশ।পেয়ারা আর আতার লোভে গাছে গাছে তাদের বিচরণ।সেদিন চৌষট যোগিনী মন্দির ঘুরে ফিরতে প্রায় সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছে।কি মনে হল আমরা ঠিক করলাম পাহাড় ডিঙ্গিয়ে বাড়ি ফিরব।মাঝরাস্তায় হঠাৎ গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি শুরু হল।পাহাড়ের উপর বৃষ্টি থেকে কি করে রক্ষা পাবো তাই ঠিক করলাম ফোর্টে ঢোকাই শ্রেয়, অন্তত মাথা বাঁচাবার স্থান পাওয়া যাবে।এদিকে বেশ অন্ধকার , সাথে কোনো আলোও নেই। আমার তখন বেশ ভয় ভয় করতে লাগল কিন্তু কি করবো, বাইরে বেশ বৃষ্টি পড়ছে, দুই বোন তাই ফোর্টের মধ্যেই একটা ঘরে আশ্রয় নিলাম।

দিনেরবেলায় অনেকবার এসেছি, অনুমান করতে পারছি যে ঘরটার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি তার পাশেই আছে একটা বড় গুপ্তপথের প্রবেশপথ, সেটা কোথায় যে চলে গেছে কেউ জানেনাবাইরে তখন অঝোরে বৃষ্টি আর হাওয়ার তীব্র শব্দ, মাঝে মাঝে বিদ্যুতের ঝলকে চারিপাশটা দেখা যাচ্ছে।

হঠাৎ মনে হলো গুপ্তপথের ভেতর একটা ক্ষুদ্র আলোর ঝলকানি।আলোটা যেন ক্রমশ জোরালো হতে হতে উপরের দিকে উঠে আসছে।আলোটা আরো কাছে আসাতে বোঝা গেল আলোর উৎস একটি মশাল।মশাল হাতে এক নারীমূর্তি ক্রমশ আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। মশালের আলোতে বেশ বোঝা যাচ্ছিল নারীমূর্তির বেশ অপ্রসন্ন দৃষ্টি, একহাতে মশাল আর একটি হাত আমাদের দিকে প্রসারিত করে এগিয়ে আসছেন, অঙ্গ ভঙ্গিমায় বোঝা যাচ্ছে আমাদের এক্ষুনি ওখান থেকে চলে যেতে বলছেন।আমরা আর কালক্ষেপ না করে পরিমরি করে ছুট লাগলাম।বৃষ্টির মধ্যে আঁকা বাঁকা পথ বেয়ে কি করে দৌড়ে সমতলে নামলাম জানি না।বাড়িতে ফিরে অবিবেচক কাজের জন্য, কৃষ্ণামা(আমার কাকিমা)'র কাছে তিনজনেই খুব বকুনি খেলাম। আজও বোন আর আমি সেই দৃশ্যটার কথা বলি – আর মনে হলেই গায়ে কাঁটা দেয়। কোনো সময় মনে হয় সেই রমণী ছিল হয়তো পথের ভিখারি , আশ্রয় নিয়েছিল সেই বড় গুপ্তপথের জায়গায় আবার কোনো সময় মনে হয় রমণী ইতিহাসের পাতার কেউ নন তো ?

আজ কেন জানিনা মনে হোল, যেই হোমলেস মহিলা কে দেখে আমার অন্তরাত্মা ভয়ে কেঁপে উঠল, হয়ত সে কত সংসারে মানসিক আঘাত পেয়েছে, হয়ত সে কত আদরের ছিল তার বাবা-মার...আজ তার কেউ নেই, সে পথের জিনিস কুড়িয়ে বাঁচছে... আকাশের সাথে আমারও চোখে জল ...।
বড্ড স্বপ্ন দেখি আর বোকা আমি...এত বয়েস হোল, কিচ্ছু স্বভাব বদলাল না আমার - এইজন্যেই তো জীবনে কিছু হলনা...।।

নর্মদার বৃষ্টি আর Williamston'এর বৃষ্টি'র পার্থক্য কি?
গুপ্তপথের রমণী ও মিশিগানের পথের ভিখারি'র মানসিক পার্থক্য কি??
কেন মানুষ একা, নিঃসঙ্গ, ফাঁকা হৃদয় ???

দু-পাতার আঁকা

দুপাতায় গল্প লেখা - শেষ দুপাতায় রইলো মনের কথা
বিস্মৃতির নরম আলিঙ্গনে, অবুঝ স্বপ্ন বোনা যথাতথা।

দুতারার একটি তারে বাঁধা দুপাতায় ইচ্ছেডানার ঘর
দুপাতার হৃদয়খাতায় লেখা আনমনা হারানো সব নাম।

দুপাতায় ঝড় খোঁজে আস্তানা, দুপাতায় জীবন জুড়ে বৃষ্টি
দুচোখের দুপশলা দুটি ভাঁজে মেঘ বাদলের ঝগড়া অনাসৃষ্টি।

দুপাতায় অপেক্ষা থাক আশায়, দুপাতার বর্ণমালায় অজান্তেই সুখ
শেষের পরেও আবার যে হয় শুরু - ভোরের স্বপ্নে থাক ভরে একবুক।।

~~~ বিচিত্রা-বন্ধুদের ভালোবেসে

মধুমিতা দত্ত দাস

পরিচয়ঃঃ -পেশায় আর্কিটেক্ট, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, নেশা তার ভ্রমণ, কবিতা লেখা, গাছ ও বাগানপরিচর্যা;
কোলকাতা ও জামশেদপুরেবাসিনী

THE SABARMATI ASHRAM AT GUJARAT – A Travelogue

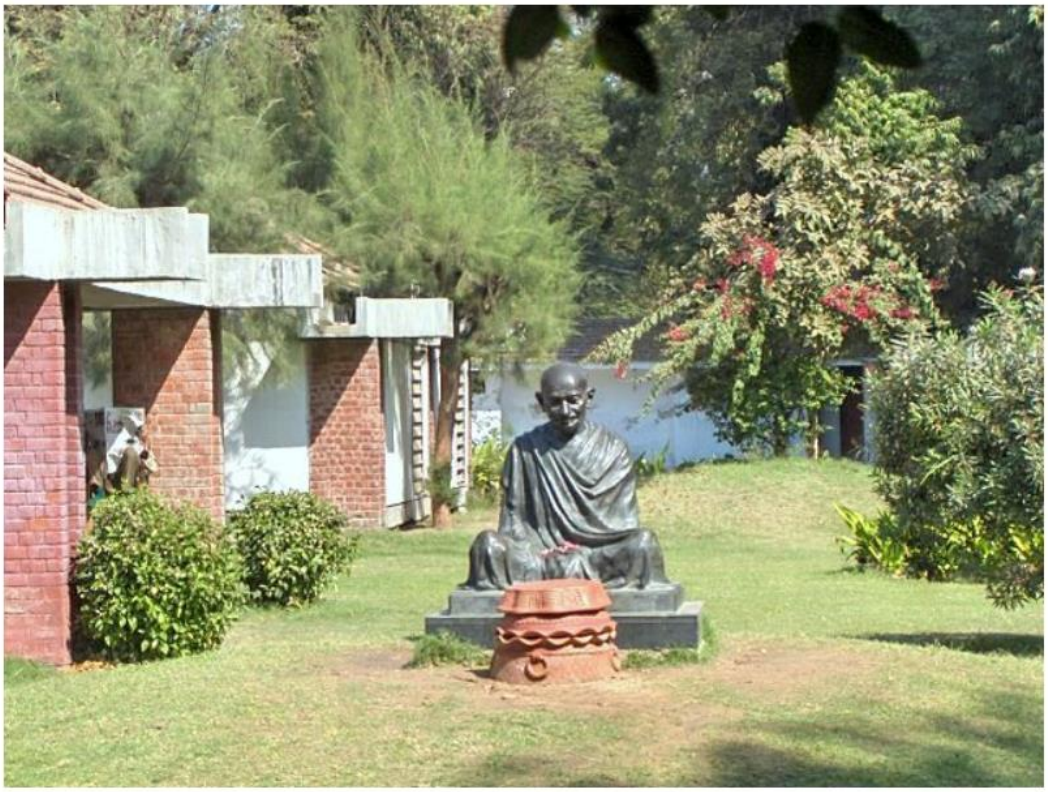

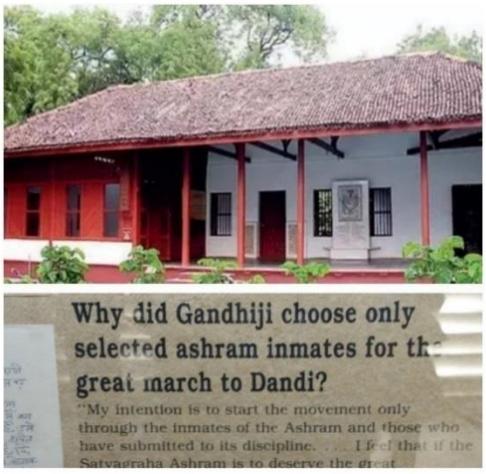

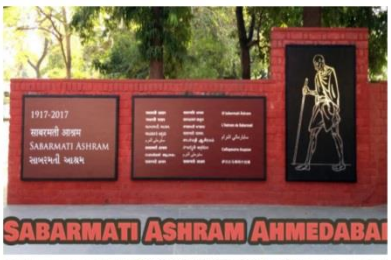

It is the time of the year…the typical Bengali psyche and emotions look frantically to bust out the stress- go out somewhere, but amidst Corona where to go…we are all trapped in our monotonous virtual reality and worried weary rhythms ! So, here I am…opening my Pandora's Box, revisiting my memoirs.

I'm sure many readers aren't aware of this location or, visited the shrine – felt this deserves to be told and if interested you may spend an entire day next time you visit.

Late September 2019, my husband and I thought no visit to Ahmedabad would ever be complete without a pilgrimage to the Shrine of Sabarmati Ashram, also known as **Gandhi Ashram** located in the Sabarmati suburb of Ahmedabad on the bank of River Sabarmati. The precincts of the Ashram, its serene and positive vibrations touched the core of my heart and I felt strangely transformed. No wonder that this is the place where a man whom the world knows simply as Gandhi lived and shaped the destiny of the world.

We started from Muscat, Sultanate of Oman to reach Mumbai. From Mumbai Central Railway station, ADI Double Decker (12931) took us to Ahmedabad – Sabarmati Ashram. It feels a strange vibe as you unboard.. it was from this base here, in March 1930, Mahatma Gandhi led Dandi March, also known as the famous Salt Satyagraha. My husband being an Architect was enthralled to teach me the architecture which I am sharing - The Ashram's architect was Charles Correa. Design features 5 interior rooms, enclosed by brick walls and wooden louvered screens. These rooms now include a museum, Gandhi Smarak Sangrahalaya (**MY LIFE IS MY MESSAGE)** gallery consisting of many paintings and photos of historic events of the Indian Independence Movement and Bapu's life.

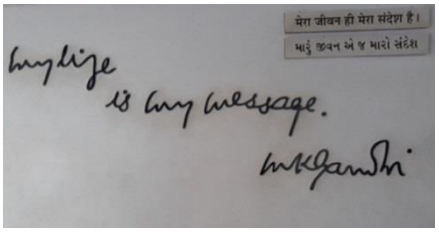

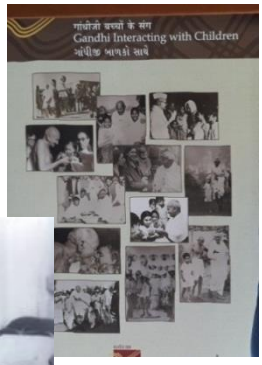

An important landmark at the Ashram is Gandhi's cottage, Hriday Kunj at left.

Above is the Spartan quarters where Mahatma Gandhi stayed with his wife Kasturba from 1918 to 1930. This is the place where Mahatma Gandhi met many National and International leaders who sought his audience. Many of his personal items, some originals, and some replicas can be seen in Hriday Kunj. This includes his famous Charkha or spinning wheel, the same wheel with which he finely spun Independence for India from British rule. Sabarmati Ashram which is also referred to as Mahatma Gandhi Ashram or simply as Gandhi Ashram was an epicenter of power and a very important place that influenced events that finally culminated in the Independence of India on the 15th of August, 1947. It was in the year 1917 that the Gandhi Ashram was born, which means that 2017 marks 100 years of Sabarmati Ashram. The Ashram was built on the banks of

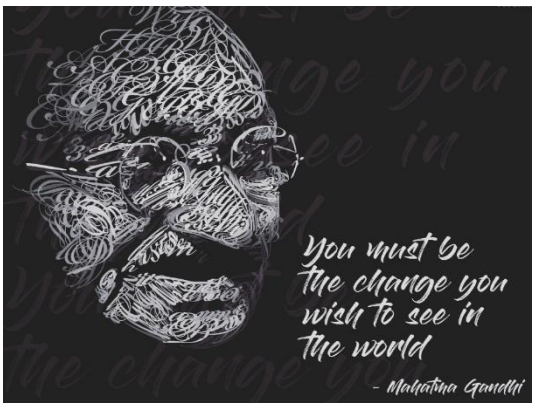

the river Sabarmati and served as Mahatma Gandhi's home in Ahmedabad. He stayed here with his wife Kasturba for a period of 12 eventful years.

There is also a cottage Vinobha Kutir named Acharya Vinoba have stayed here. Today it is known as Mira Kutir Gandhiji's disciple

called after who also after Miraben who later lived there, following Gandhi's principle.

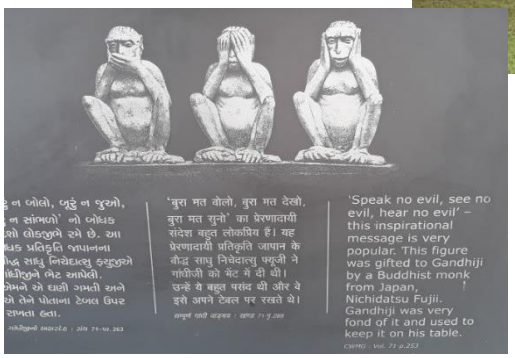

There are a library and a reading room. Also, there is an archive having many letters from Gandhi, both original and photocopies.

The Ashram bookstore, sells literature and memorabilia related to Gandhi, is also worth visiting. The purchase of memorabilia and souvenirs is one of the most exciting activities for tourists and admirers.

Mahatma Gandhi once received a small statue of the Three Wise Monkeys as a gift by a Buddhist monk from Japan, named Nichidatsu Fujii, whose bigger version is near the entrance gate of The Sabarmati Ashram. This is one of the notable items to see. Interestingly the names of these three monkeys are Bapu, Ketan, and Bandar, who speaks no evil, sees no evil, and hear no evil, respectively. This inspirational message is very popular.

The view of Sabarmati River Front from the Sabarmati Ashram was marvelous.

The River Front is a star attraction of visitors. The well-maintained parks and gardens of the River Front have enhanced the environment and beauty of the place.

গার্গী শ্রীমানী

পরিচয়ঃঃ বঙ্গকন্যা (অধুনা Omanবাসিনী), Economist, ট্রাভেল ব্লগার, বিচিত্রার' ফেসবুক অনুরাগিণী

Morning at Farmers' Market

"Ohh! So, this is what you call a Farmers' Market!" - That was my reaction when I visited a Farmers' Market for the first time in the USA. I was both amazed and confused at first when I saw a donut counter, juice stall, and hot dog stand in the market. Why they are not selling only vegetables here? Oh wait! Someone is selling bird houses, t-shirts, and at the very left corner someone was selling hats. What? Hats? Why? Who thinks of buying hats while they are shopping for vegetables? Well, this is normal here I am told. This is what is known as a Farmers' Market, something that is quite different from what I have seen growing up in India.

First, I have never called it a "Farmers' Market". It's 'SABZIMANDI'. Yes, the very SABZIMANDI that was my least favorite place to visit. I still remember those Sunday mornings, when my mom woke me up at 7AM to take her to the SABZIMANDI. That was the best Sunday hangout place for her (not for me though). I was to honor her request every time because she had a strong back up, my DAD. Just because I still had a vested interest in staying at his house for a while, I had no choice but to take his girl out to the SABZIMANDI every single time. "Wait, let me take shower first at least!"- I would say.

"Come on, move your motorbike from here. You are ruining my business." I was already at the market's parking lot and the lady on my left scolded me like I was nobody. She was sitting on the roadside on parking lot with small rug in front of her. I saw 7 lemons on that rug ready for sale. Just 7. "You can't talk to me like that. I am looking for a spot. Calm down." I tried to show that I could be tough too. She clearly did not like my response and proceeded to fold that rug from one side to reveal a wooden stick hidden under it. "OK then" and I quickly stepped away from there. I like my legs working fine thank you very much and that stick looked pretty lethal - as if it could cause serious damage. So, I found a spot elsewhere and moved inside the market with my mom.

Well call it my good luck - at the entrance I stepped on someone's tomato. I entered the market with a similar feeling of a new daughter-in-law who comes

her husband's house for the first time after marriage – terrified of the unknown! I was flabbergasted to see the entire population of India in that market. They all wanted to buy vegetables at 8AM. Our first stop was at the potatoes and onion stall. That potato guy was already fighting with one lady for 10 rupees. "How can you charge 60 rupees for 3 kilos of potatoes. My husband bought it in 50 rupees last week" the lady shouted.
"Sorry, but this is the price. This is market rate. Take it or leave it. Other customers are waiting." Potato guy said this without even looking at the lady. She didn't like it and she turned to me, "Look, this guy is so rude. How can he charge so much?"

Now that was unnecessary pressure. Why should I care? Why are you dragging me into this? But she asked me, and I had to say something. So, I decided to play safe by saying, "I am not a farmer". She raised her eyebrows with wide open mouth along with scary stare. She was not happy with my answer! She stared at me as if I asked her for both her kidneys. She lost the battle and left from there.

We bought 5 kilos of potatoes and 3 kilos of onions. Yeah, big family. I can declare it as a small town by itself. Nevertheless, we started walking to the next stop. I was already feeling as if I was carrying two large gas cylinders. The potatoes and onions were heavy. OMG! There are no restrooms here. I guess I'll have to hold it for a while now.

The seller at the next stall yells, "My ladyfingers look like an actress. Tasty, tasty…. crispy, crispy…!" Probably the best way to sell ladyfingers. Who does not want actresses at their home? "Look at this handsome bottle gourd. Charming!" he added. Eventually we bought few star cast from there. We had a filmy background by then in our bags but no film. as if it could cause serious damage. So, I found a spot elsewhere and moved inside the market with my mom.

Well call it my good luck - at the entrance I stepped on someone's tomato. I entered the market with a similar feeling of a new daughter-in-law who comes to her husband's house for the first time after marriage – terrified of the unknown! I was flabbergasted to see the entire population of India in that market. They all wanted to buy vegetables at 8AM. Our first stop was at the potatoes and onion stall. That potato guy was already fighting with one lady for 10 rupees. "How can you charge 60 rupees for 3 kilos of potatoes. My husband bought it in 50 rupees last week" the lady shouted.

“Sorry, but this is the price. This is market rate. Take it or leave it. Other customers are waiting.” Potato guy said this without even looking at the lady. She didn’t like it and she turned to me, “Look, this guy is so rude. How can he charge so much?”

Now that was unnecessary pressure. Why should I care? Why are you dragging me into this? But she asked me, and I had to say something. So, I decided to play safe by saying, “I am not a farmer”. She raised her eyebrows with wide open mouth along with scary stare. She was not happy with my answer! She stared at me as if I asked her for both her kidneys. She lost the battle and left from there.

We bought 5 kilos of potatoes and 3 kilos of onions. Yeah, big family. I can declare it as a small town by itself. Nevertheless, we started walking to the next stop. I was already feeling as if I was carrying two large gas cylinders. The potatoes and onions were heavy. OMG! There are no restrooms here. I guess I’ll have to hold it for a while now.

Mooli ka paratha, Paalak ka paratha, Methi ka paratha, many more paratha. That’s what I brought for you today. Don’t look around, I am here on the ground.”- said a singing sensation from one corner of the market attracting everyone with his extraordinary marketing trick. Sitting with purple shirt surrounded by all the green vegetables, the seller looked like a peacock having fun in rain. Obviously, we plucked a few feathers from him - I mean cilantro and spinach bunch.

This, that, these, those, here, there, everywhere, we bought tons of things. Towards the end, I felt as if I was carrying an entire U-Haul load. Finally, it was time for me to get out of there safely, but God had a different plan. While moving myself carefully, one of heavy bags slightly touched a lady who was buying onions. It might have hit her a little hard because I saw her flying in a trajectory before she fell on the heap of onions. She looked at me with onion peels all over her hair. I experienced the feeling as if I had encountered MANJULIKA. “Did you forget your eyes at home?”- she screamed at me. I thought my mom will save me, but she was walking so fast that she had no idea that her ‘Abhimanyu is stuck in Chakravyuh’ (Please read Mahabharat if you don’t know this).

When such a thing occurs, all the uncles around suddenly becomes active. “What happened? What happened?” they yelled as if it was time to solve the international border issues.

“Sorry aunty, I was just trying to pass gently. But it’s too crowded here so one of my bags touched you.” - I said as I tried to defend myself. “No, it did not touch me, you hit me.” She screamed while trying to get up. But failed. Four of the uncles helped her to get up and I felt awful. I looked at those onions. I saw few of them were smiling because they can breathe now! But, the other part of onion society was sad. I could see little onions, far from regular ones that are orphan now. Female onions were crying because they just became widow. And few onions looked profoundly serious. “Ambulance” I shouted.

I saved myself from that mess and both my mom and I headed back home. My motorbike was clearly not happy with the 50 kilos of excess baggage (of vegetables) and I struggled to balance it. Another lady walking in front of my bike bent down to pick a tomato that fell from her bag. With all the hustle and madness around me, I managed to run over it.
“Oh, you idiot!” She shouted at me.

I thought to myself – “What goes around, comes around”. I stepped on a tomato, walking into the SABZIMANDI and my bike runs over a tomato, on my way back from it.

“Make sure you don’t stop now because that lady’s fingers were also there with tomato.” - my mom responded politely.

Ok, No Problem. Wait, What?

So that is what a Farmers’ Market experience was to me. Without a doubt, vastly different from the ones here. Do I miss it? Perhaps in a nostalgic way. Would I relive it again if I had to? Perhaps not.

Harshil Pathak

The Gentle Genius

“ ছোটোদের পাতা ”

You will be rejuvenated with thoughts/Arts of Young Stars...GENZ

~~ OUR TRUE stars ...THUNDEROUS APPLAUSE!!!

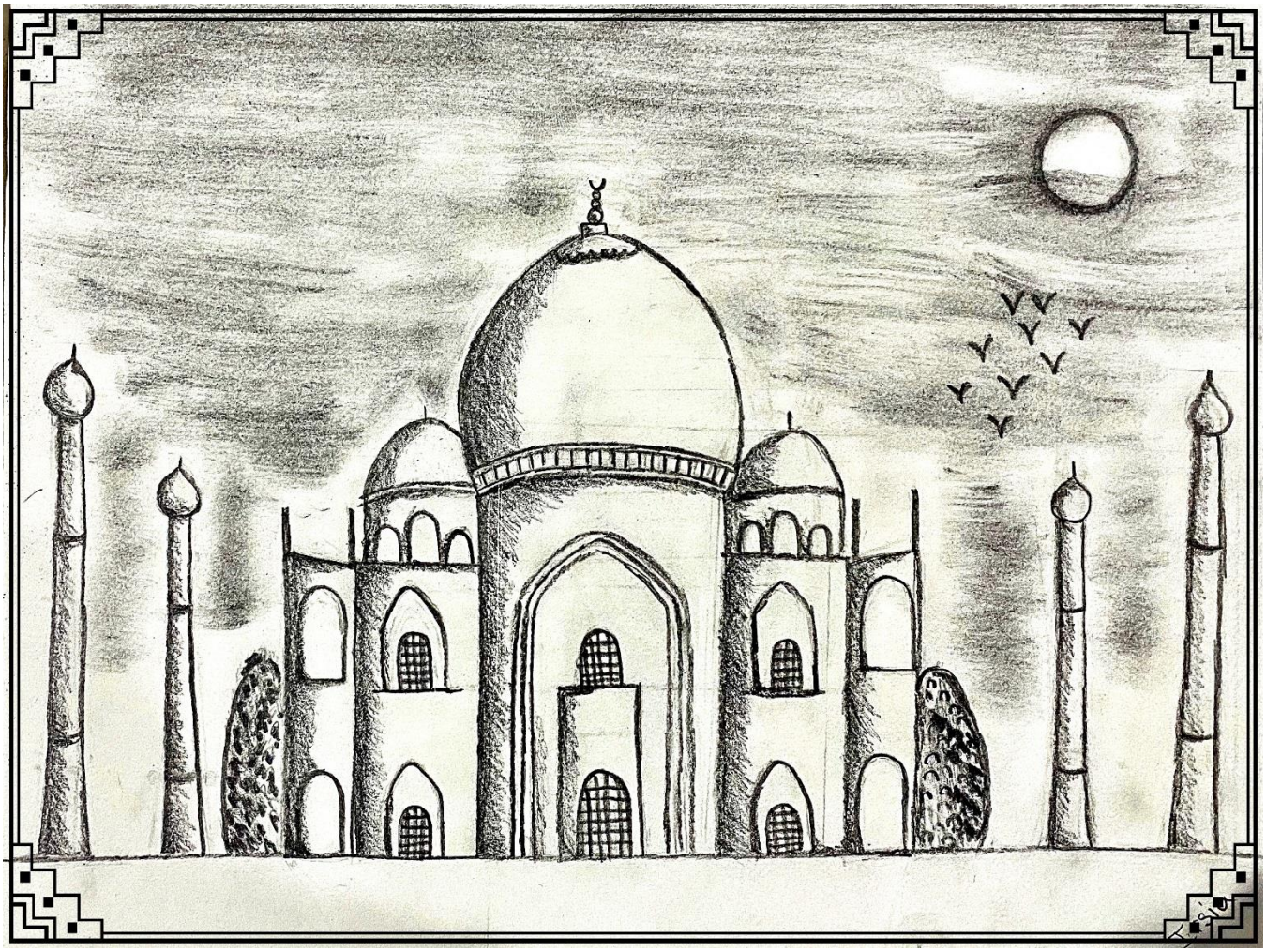

Irsia Ball

8 Years.

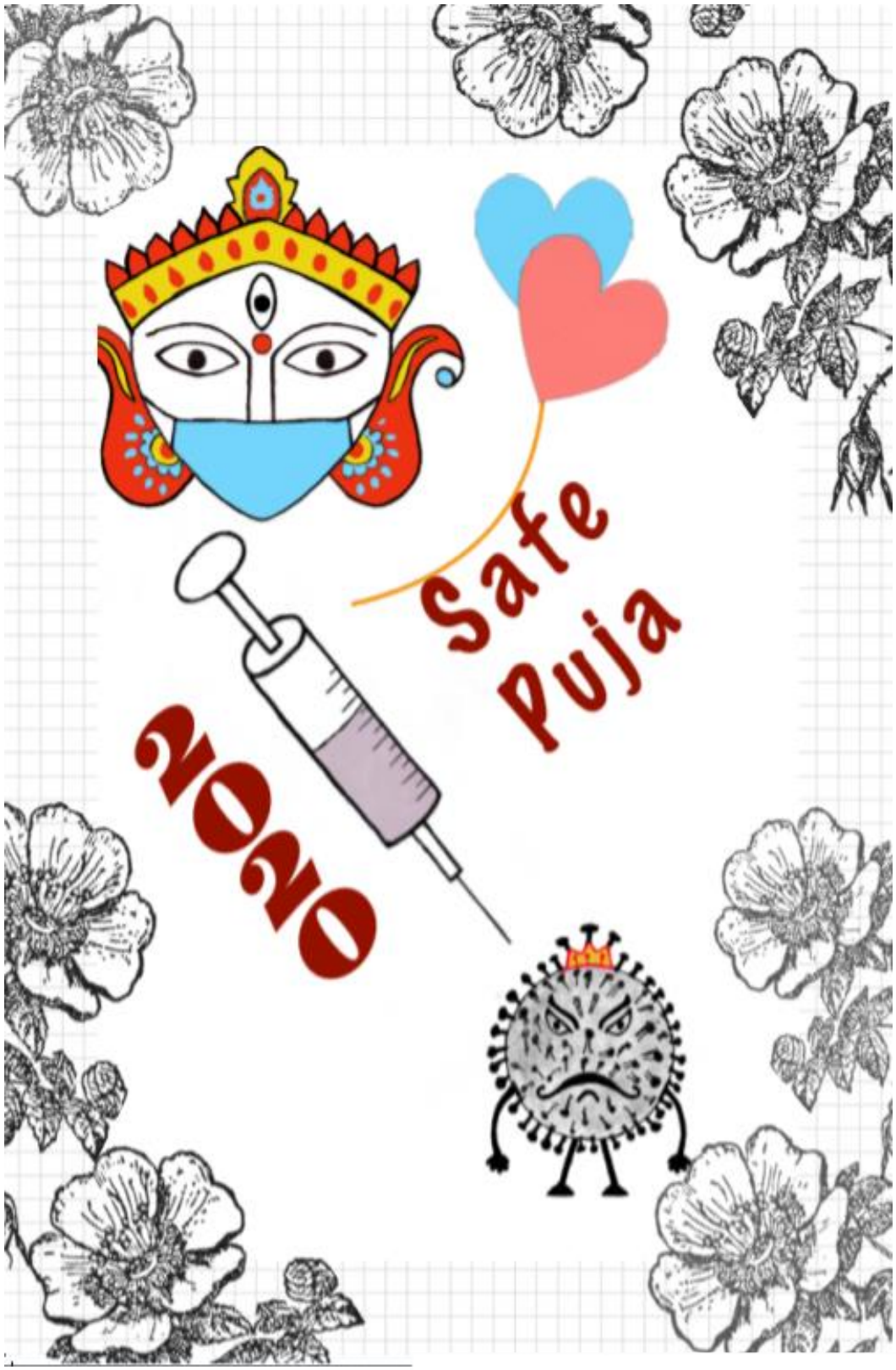

Ishani Sengupta. 7th Grade

Tanisha Sengupta. 2nd Grade

করোনাসুর বধ

Anoova Basu (Gooni) , 7 years

Ishana Das
2nd Grade
7 years

Mihika Das
10 years

Aarit Das

11 years

Aiishani Das
9 years

Eternal Flow ... / শাশ্বত প্রবাহ ...

Agnish Adhya / অগ্নীশ আঢ্য

8 years / বয়স: ৮

DOWN THE MEMORY LANE

হে বিশ্বকবি,

তুমি মহান, মহৎ ও
সকলের প্রণম্য। আর এত
বড় যে কেবল ছবিতেই
তোমাকে ধরে রাখা আমার
পক্ষে সম্ভব,

তাই ছোটবেলায় আঁকা
একটি ছবি ।

ইতি,

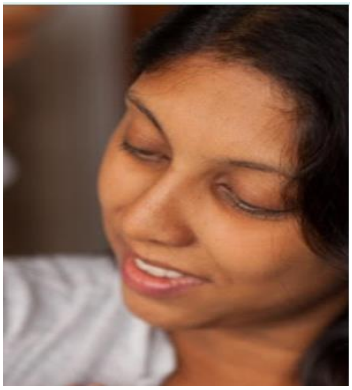

অঙ্কনা

Angkana Roy
Weisberg, MD, MPH
Chicago

BICHITRA ENDOWMENT COMMITTEE (BEC)

Activities 2020-2021 through the Social Service Units

Our Mission: BEC helps less fortunate adults and kids in US and India by mobilizing the power of volunteers and the generosity of donors.

Our Story: Bichitra Social Service wing has started its journey in 1992 and since then working towards its goal by giving volunteering hours and raising fund to help others who are in need. So far BEC has donated more than $100,000 to many noble causes and has helped various worthy organizations who are contributing to the total upliftment of humanity.

Below are the few where we have donated time & money in the last couple

of years:

- Vivekananda Social Welfare Center (India)
- Capuchin Soup Kitchen (Detroit, MI)
- The Grameen Foundation (Bangladesh)
- Meals on Wheels (USA)
- Wayne County Sexual Assault Forensic Examiners Program (Detroit, MI)
- Detroit Rescue Mission Ministries (Detroit, MI)

Together we can make a better community: We are counting on your donation to reach our annual fundraising target of $7000.00. Note that your gift could be tax-deductible.

Thank you much and we appreciate your generosity in advance!

For more information please contact us:
E-mail: contact@bichitra.org
Phone: +1 248 946 4366

The Endowment Committee has been continually active this year, despite the Covid-19 Pandemic Situation. Social Distancing, Mask Wearing and similar impositions forced us to serve the Community Virtually. The Committee sincerely appreciate all doners for moving the Charities forward.

A) SSU-Covid Leader-Anindya Roy: Few members contacted Michigan Governor's Office to create a Special COVID-19 Fund, and after the fund was commissioned, Bichitra Donated over $2000. The Fund Money can only be used for COVID related activities like Masks, Ventilators, etc.

B) SSU-DIFS Leader-Shampa Mukhopadhyay: Upon a request from Detroit Independent Freedom School organization, the Endowment Committee arranged a Webinar on 30th July 2020, where the Community Medical Doctors discussed many aspects on how to deal with Covid-19 and Stay Safe. Anindya Roy, Sumita Roy, Vijaya Arun Kumar, Supratim Samaddar, Aarati Soorya participated. The Webinar was moderated by Shampa Mukhopadhyay.

C) SSU-BoiPara Leader Mousumi Majumdar: The Koltata BoiPara has been a heritage to Bengali Culture. The cyclone Amphon flooded the BoiPara, causing tremendous damage to the Book sellers. As a result, many roadside bookstalls were completely wiped out. Bichitra worked with Publishers and Book Sellers Guild and donated over $2000 to help many Book Hawkers to restart their lives.

D) SSU-Robotics Leader-Rajib Auddy: Bichitra received nearly $2000 to run the Robotics Program of Troy, MI. Soon after that, Rajib Auddy moved to Atlanta, GA. He continued to lead virtually, administering the Robotics SSU remotely. COVID situation slowed down the process but running smoothly so far.

E) The Endowment Committee initiated a Virtual Performance Program, where President Sharmistha Sarkar took a special interest to stage. The program was held on 5th September 2020 with the help of Anukul Banerji, Debashis Banerji, Probir Sil, Partha Das, Mahuya Das, Debrini Sarkar, Maitreyee Majumdar, Preetha Ghosh, Partho Ghosh, Jhulan Chatterjee, coordinated by Mousumi Majumdar. All Local and Indian

performers donated their times. The Member donated over $600, which will be donated to local charities.

F) The Endowment Committee is working on few more activities.

a. SSU-FamEd Leader Sunanda Samaddar: Bichitra will engage in helping the Family Education in less fortunate neighborhoods of Detroit. The Parents as well as Children would learn to face the world and do meaningful works for their livelihood.

b. SSU-BasEd Leader Shampa Mukhopadhyay: Bichitra will help rebuilding some schools run by volunteer of NGOs [Non-Governmental-Organizations] in West Bengal for Basic Education of students below poverty levels.

c. SSU-SoupKit Leader TBA: Raise fund and donate to run some local Soup Kitchens.

d. SSU-BasNeed Leader TBA: Raise fund and donate to Ramakrishna Mission to run Schools for Basic Needs for earning, like shewing, repairing etc.

G) **Neighborhood House** & **Grace Centers of Hope**. The fund collected thru Virtual Cultural Program (5th Sep, 2020) was donated to these NGOs.

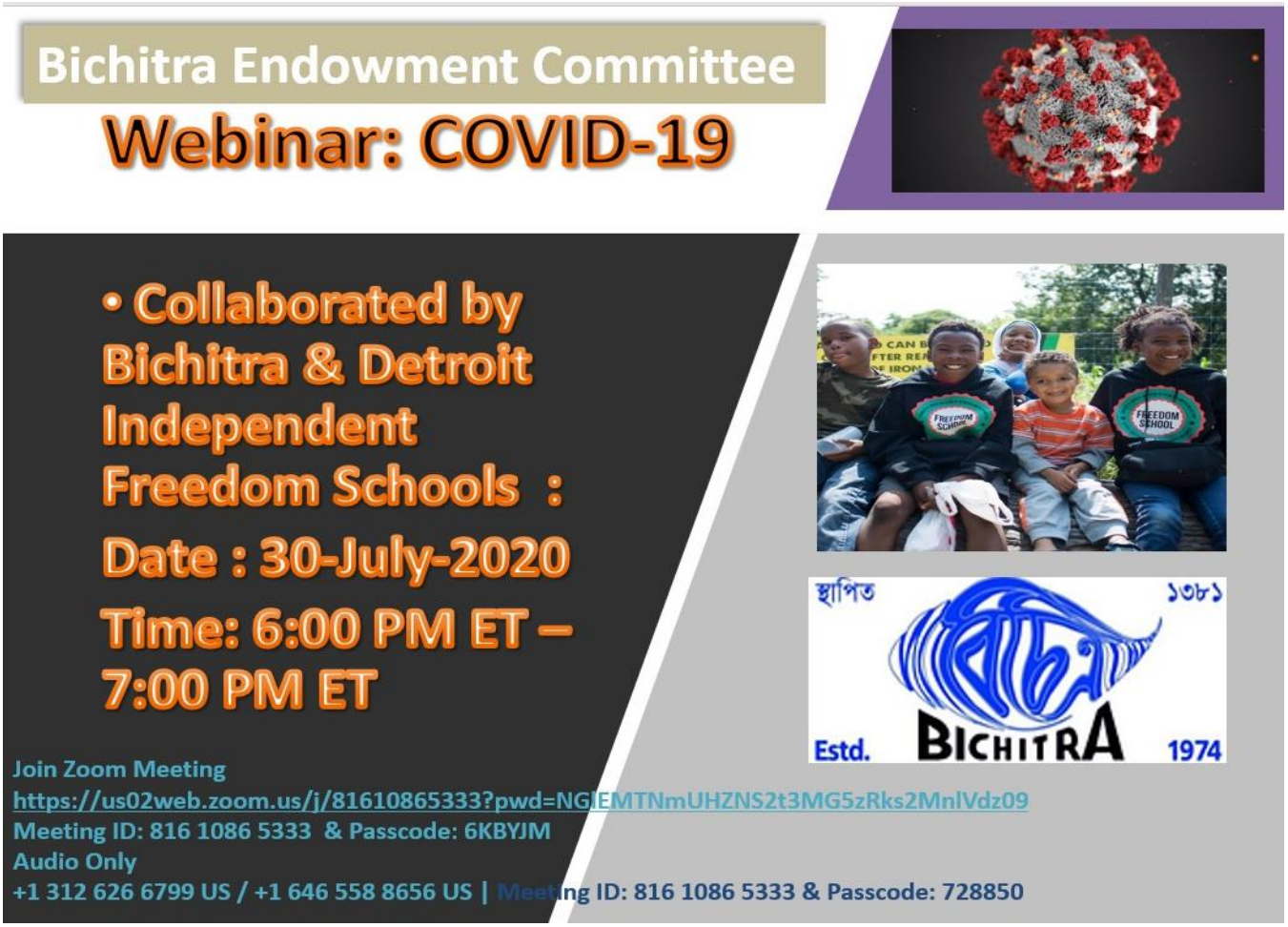

বইপাড়ার পাশে

We all know how Cyclone Amphan has ravaged the city of Kolkata. ***One of the victims of this destruction is the book-town, more affectionately known as the Kolkata Boipara in College Street, an unique and proud literary heritage of the city. It is the focus of our current fundraising effort.***

Strewn with small book shops and large show rooms of well-known publishers alike over a space of quarter of a mile, ***Boipara is the largest wholesale/retail book market in Asia,*** *selling books of all genres, ranging from bestsellers to rare collections, to book lovers all over Bengal and beyond.*

The cyclone has devastated this area, wiping out bookstalls and inventory of many street vendors who have no Disaster Coverage insurance. The total estimated damage is about INR 5 Crores.

Fortunately, the Publishers Guild and Booksellers have come forward with an effort to rebuild Boipara. We are proud to join hands with them in their fundraising efforts. ***We urge you all to generously support this important cause.***

As you all understand, time is of the essence here, so please send your contributions by June 15, 2020.

Boipara after Amphan

Help Us Fight COVID-19

Bichitra Endowment Committee has already pledged $2,000 to prevent the spread of COVID-19. To amplify this, we humbly request individual monetary donations from members of our benevolent organization. Your generosity will help local communities effectively support the fight against the spread of the virus and provide local medical professionals with access to resources such as:

- surgical masks
- hospital gowns
- gloves
- ventilators
- sanitizer (hand/wipes)
- no-touch thermometers
- N95 masks

Kindly make checks payable to:

Bichitra Endowment Committee

Or Donate Directly to:

Michigan Coronavirus Fund

BABY ANNOUNCEMENTS

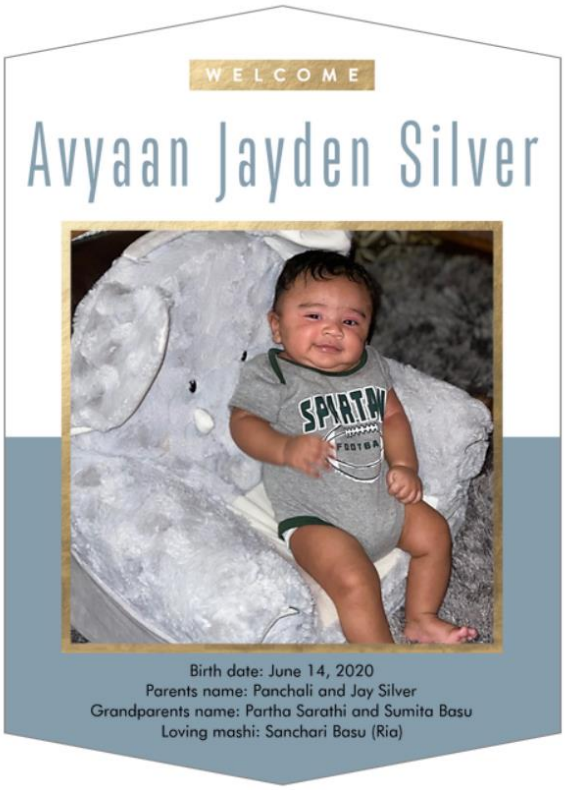

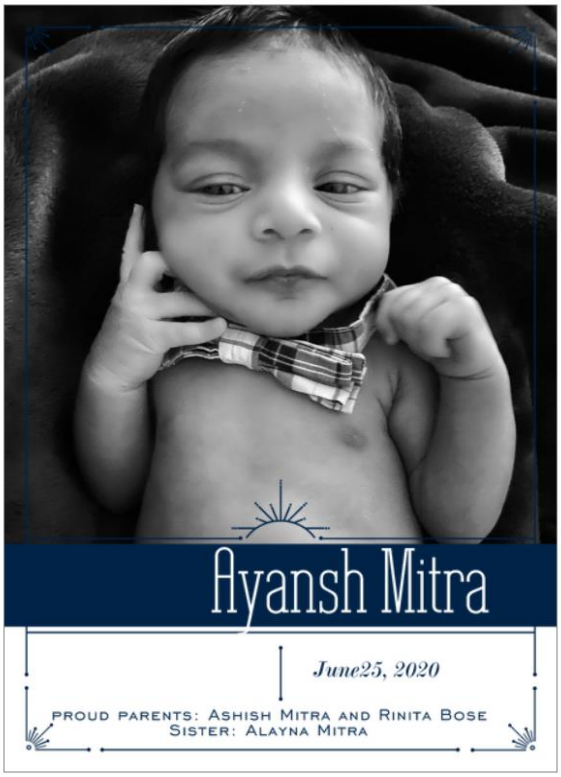

GRADUATION FROM HIGH SCHOOL

Debrini Sarkar

Maitreyee Majumdar

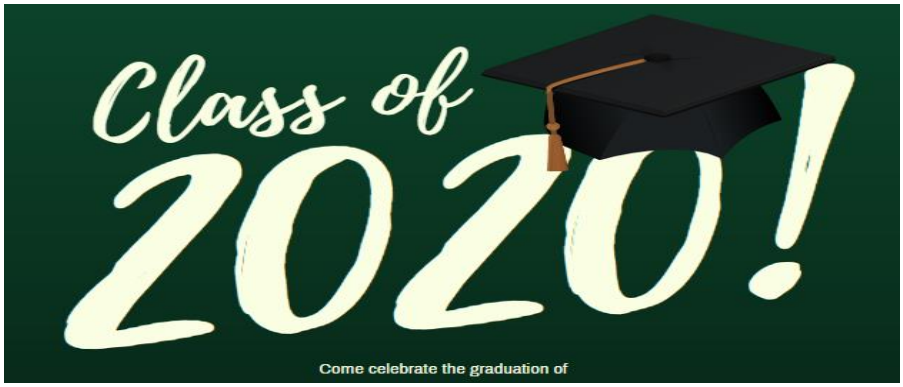

Shrutee Rakshit

Priya Dutta

EMERGING PROFESSIONALS

Debjit Sarkar,
B.S. in Electrical Engineering,
U of Michigan
Pursuing Ph.D in Electrical Engineering,
CalTech

Dr. Awnik (Rintu) Kumar Sarkar.
Working in Pain Management Center. Texas

Debarshi Majumdar,
M.S. in Industrial Engineering,
Wayne State University

IN MEMORIUM:

Dr. Ashish Chandra Nag, our beloved Ashishda, passed away peacefully on Wednesday, October 23, 2019 at Richardson, Texas. He was 86 and leaves behind his wife of over 50 years, Nilimadi, his sons Rana (Debashish) and Rup (Koushik) and their families, grandsons, Dhilan, and twins Kamran and Aren, granddaughters Kendall, Lauren, and the baby of the family Camden.

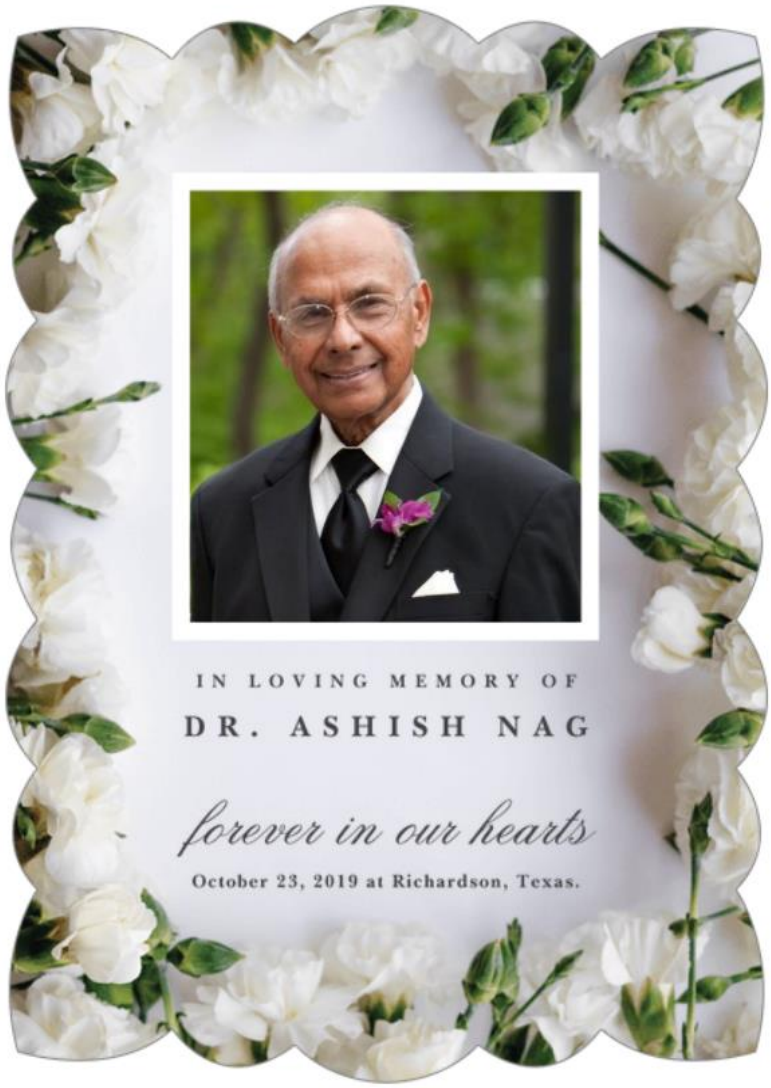

Ashishda was born in present day Bangladesh and after completing high school he moved to Kolkata to pursue degrees in Biology and Histology. His interests drew him to the University of Hawaii in 1965 to earn his Masters in Biology and Ichthyology. He was awarded his Ph.D. in Biology and Biochemistry from the University of Edmonton in Alberta, Canada.

Subsequently he served as a distinguished tenured professor at the Oakland University in Rochester Hills, Michigan and continued his pursuit for not only

gaining knowledge but sharing his knowledge with others. He excelled in his profession and worked with the National Institutes of Health and the American Heart Association on the regeneration of heart muscle after myocardial infarction.

After his retirement Ashisda and Nilimada moved to Richardson, Texas to spend time with their grandchildren. There he continued to pursue his interest in painting and sculpting, as well as being an avid reader of all things. Ashisda and Nilimadi were one of the founding member families of Bichitra. They were much loved and respected; and represent a unique and pioneering era in the history of Bichitra, helping the organization in numerous ways. Gifted with his expertise in painting and sculpting, Ashishda assumed the challenging responsibility of maintaining our "Protima" before every Puja. In addition, many of us fondly remember his cheerful and gentle presence in the community kitchen where he used to assist with a glowing smile; while Nilimadi was the centerpiece in organizing the actual Puja and Worship.

Ashishda was deeply committed to continuing his legacy of spreading knowledge. May Ashishda be blessed with eternal peace in God's embrace. And we pray the family finds strength and comfort to weather this great loss through the power of prayer and beautiful memories.

Mrs.Kalpana Mookerjee, one of Bichitra's past Presidents, wife and mother and longtime community member, passed away in Pearland, TX on Wednesday, March 4, 2020.

She was born in Calcutta on November 4, 1946, grew up in nearby Shibpur with her 2 brothers, 2 sisters, and her parents. She went to The University of Calcutta where she graduated from in 1966 with a BA in Commerce. In December of 1970, she married Gauranga Mookerjee in Calcutta.

Shortly after getting married she moved to Philadelphia, PA, USA in 1971 to be with her husband. Her life adventure continued as she and her husband moved to Connecticut and had their first child (Neil) in June of 1972. Soon after they relocated to Germantown, MD where her 2nd son (Jit) was born in September of 1977. In 1979 the family moved to Troy, Michigan where they would stay for the next 20 plus years. Through that time she raised her 2 sons and enjoyed cooking, entertaining, being part of the Indian/Bengali Community and being her children's personal Uber, counselor, friend, and soccer and football mom.

Kalpana also enjoyed traveling and loved spending time with her granddaughter Kiryn. She leaves behind her husband: Gauranga Mookerjee, sons Neil and Jit Mookerjee, Daughter in law Rebecca Mookerjee, granddaughter Kiryn Mookerjee and her sisters Ashoka Chatterjee and Nabanita Banerjee.

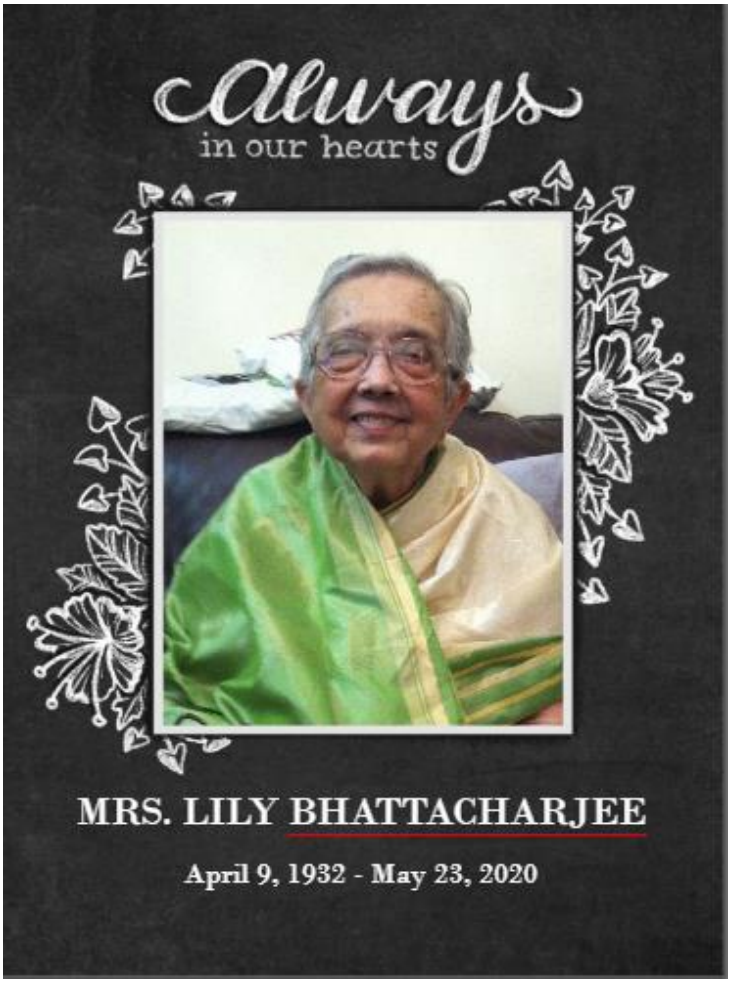

Mrs. Srimati Lily Bhattacharjee, left for the Heavenly Abode on May23, 2020 at London, England at the age of 87. She followed her dear Husband Sri. B. K. Bhattacharjee and left behind adoring Daughters Shelly Das(Uday Das), Molly Panday(Shankar Panday) and Pompee Datta(Sujit Datta). Her Grandkids Ishita, Namata, Debraj, Ovijit & Treena and countless friends and family members remain forever heartbroken.

ওঁ গঙ্গা

PATH BHABAN NEWS

Respected and Dear Bichitra Patrons and Families,

Hoping you all are in good health and cheerful spirit and had a good time despite the unprecedented challenge that the whole world is facing. As a way to keep you updated more on the events that happened in 2020- we would like to let you know that this is the 37th continuous year of Path Bhaban. The hardships that the Pandemic has put forth, still we are very proud to continue the heritage of Bangla school and all excited about it. Both campuses, Troy and Canton have continued the operations and day to day activities via online tools and internet mentoring. The Education Committee remained active during COVID Pandemic situation. During first few days of Lock Down conditions, Path Bhaban classes were disrupted, as the campuses required rental accommodations.

A) The Education Committee unveiled the Virtual accommodation possibilities for Bichitra. Principal Educator Maitreyee Paul arranged a ZOOM Program to congratulate the High School Graduating Students of our Community. It was a All Girls' Graduation galore- Debrini Sarkar, Priya Dutta, Maitreyee Majumdar,Shrutee Rakshit, their parents and other community members joined the virtual celebration. Each student has done outstanding and was awarded with a Certificate of Honor from Bichitra President Sharmistha Sarkar.

B) Path Bhaban virtual classes started soon after the above event. Anindya Roy, Sumita Roy, Sutapa Das of Canton Campus started virtual study sessions for various classes. From Troy Campus Pranab Saha, Arpita Auddy, Sathi Debnath, Chinmayee Dutta, Anirban Adhya, Satyen Basu started virtual classes. Subhadra Bandyopadhyay opened her Art Classes, Maitreyee Majumdar started instructing Craft Classes. These classes were offered to students of both Troy and Canton

Campuses. Due to convenience of virtual education, many students were regrouped to share classes virtually from the two campuses.

C) Students of both Canton and Troy campuses decided to participate in the Durga Puja Virtual Performance. A dance and an instrument play will be performed from Troy campus, and a skit will be performed by the students of Canton campus.

D) Path Bhaban Awards Celebration will be held virtually during Christmas Event. Students and Teachers of all campuses will be awarded and honored like in previous years, but virtually. Due to COVID situation Trips will not be arranged this year.

E) A Joint Virtual Program by Education and Endowment Committees is being planned to involve the community youngsters for care of less fortunate families of the area. It may include preparing and donating food and clothes to Shelter organizations. Details will be provided later.

ZOOM Ceremony on JUN14, 2020- High School Award Honors

১০ই আশ্বিন ১৪২৭/26th September 2020, দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বিশতবর্শ জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে পাঠভবনের শ্রদ্ধা ও প্রনাম!

সাধারণ কাগজের গোলাপী রঙের মলাটের একটি চটি বই "**বর্ণপরিচয়**" এর হাত ধরেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সাথে আমাদের মত পঞ্চাশ-পার হওয়া লোকদের পরিচয়, আমাদের মত পাঁচটা মধ্যবিত্ত বাঙালি ছেলেমেয়ের যা হয়ে থাকে। মায়ের কাছে শুনেছি গোটা বর্ণপরিচয় শেখাতে আমাদের দুই বোনকে নাকি বেশী বেগ পেতে হয়নি, বাধ্য ছিলাম বলে যদিও নিয়ম করে বসতে বেশ নিরুৎসাহই বোধ করতাম। কিন্তু ভাবি তাই তো আজ-ও বাংলা পরছি, বলছি, লিখছি আর শেখাচ্ছি। বিদ্যাসাগর যদি না হতেন, কোথায় যেতাম আমরা – বিশেষ করে আমরা মেয়েরা?

একটু যখন বড় হলাম,এই ঈশ্বরচন্দ্রের '**সাগর**' হয়ে ওঠার গল্প মায়ের মুখে শুনতাম,তখন তিনি যেন আশ্চর্য-প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রবেশ করতেন একেবারে আমার মনের ভেতরমহলে। তাঁর অবিশ্বাস্য প্রতিভায় অবাক হয়ে যেতাম।গল্প শুরু হয়েছিল বাবার হাত ধরে শহরে আসার সময় মাইলস্টোন দেখতে দেখতে ঈশ্বরের সংখ্যা চেনার মধ্যে দিয়ে।এরপর যখন আলোর অভাবে রাস্তায় গ্যাসের বাতির নীচে বসে ঈশ্বরের নিবিষ্ট মনে লেখাপড়ার কথা শুনতাম,তখন 'নিবিষ্ট' শব্দটা যুক্তাক্ষরের কঠীণতা পেড়িয়ে কোন উচ্চতায় যে পৌঁছে যেত, তার নাগাল পেতাম না।এক ইংরেজ সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় ঈশ্বরচন্দ্র যখন টেবিলের ওপর পা তুলে দিয়ে স্পর্ধা দেখালেন, তখন 'স্পর্ধা' শব্দের ঔদ্ধত্য সরে গিয়ে যেন একটা আগুন ও অভিনব শক্তি স্পর্শ করার অনুভব করতাম।

আবার যখন মায়ের আদেশ পালনে অবিচল বিদ্যাসাগরের উত্তাল দামোদরের সামনে দাঁড়িয়ে কিছু না ভেবেই ঝাঁপ দেবার কথা শুনেছি,তখন তাঁর দৃঢ়তা,সাহস আমায় মুগ্ধযাতে করতো...গর্বে দুচোখ ভরে উঠতো জলে। ভাবতাম...বাপ্ রে...এরকম-ই কি হতে হয়?

" ১৮৮২ সালের একটা দিন। বিদ্যাসাগরের বয়স বাষট্টি ছুঁইছুঁই। রামকৃষ্ণ ছেচল্লিশে দৌড়াচ্ছে। সাগর তখন বাদুড় বাগানে থাকেন। ঠিক চারটে বাজতে মিনিট দুয়েক বাকি, একটি ঘোড়ার গাড়ি এসে দাঁড়ালো বিদ্যাসাগরের বাড়ির নিকটে। গাড়ি থেকে নামলেন ভবনাথ, মহেন্দ্রনাথ (শ্রীম), হাজরা ও ঠাকুর রামকৃষ্ণ স্বয়ং। বাড়ির ভিতর ঢুকতেই ঠাকুরের চোখ জুড়িয়ে গেল। কি সুন্দর বাহারি ফুলের গাছ। যেন নিজের অজান্তেই বলে ফেললেন, 'আহা, বিদ্যাসাগরের ভেতরটা ভারি নরম গো।' সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় এলেন তিনি। উত্তরে একটি ঘর, পূবদিকে বিশাল বৈঠকখানা, পাশেই একচিলতে শোবার ঘর। কোনোরকম আভিজাত্যের চিহ্ন নেই। প্রত্যেক ঘরের দেওয়ালে সারি সারি বই! এই এত্তবই লোকটা

পড়েছেন? হেসে ফেললেন ঠাকুর। বড্ড বিষন্ন হাসি। "এ তো সবই অবিদ্যা! তিনি কই? তাঁকে জানাই তো আসল। এত পড়েছে লোকটা অথচ সে সেই এক-কে জানেনি।" বিদ্যাসাগর বসার ঘরেই ছিলেন। এগিয়ে এলেন ঠাকুরকে অভ্যর্থনা জানাতে। মুখোমুখি দর্শন হল, ঠাকুর দেখলেন সাগরকে। আর সাগর দেখলেন ঠাকুর। ঠাকুরই প্রথম কথা তুললেন, "এতদিন কত খাল বিল হদ্দ নদী দেখেছি, এখন সাগরে এসে পড়লুম গো।" বিদ্যাসাগর মহাশয় রসিকতা করে বললেন "এসেই যখন পড়েছেন, নোনাজল কিছুটা নিয়ে যান।" ঠাকুর বললেন "নোনা জল কি গো! তুমি যে ক্ষীর সমুদ্র। "

এমনি অনেক মহা'**সাগর**' হয়ে ওঠার গল্প মিশে যেতো আমাদের বড় হওয়ার সাথে। ভেতরে সত্যের জন্য মাথা উঁচু হোতো যার সাথে ওই সাদামাটা পোষাকের সাদাসিধে মানুষটার অবয়ব গাঁথা হয়ে যেত। ভাবতে অবাক লাগে অতি সাধারণ ধুতি-চাদর পরা উঁচু টাক বড়মাথার মানুষটার এত নাম ডাক ছিল? এঁর ই নামে রাজা, জমিদার থেকে শুরু করে সাধারণ গ্রামের চাষি রাত পর্যন্ত তঠস্থ থাকতো এবং এক ডাকে মাথা নোয়াতো। স্বয়ং ভগবান শ্রী রামকৃষ্ণদেব যাকে নিজে দেখতে এসেছিলেন !

আমাদের পরের প্রজন্ম তাঁকে কিভাবে মনে রাখবে? আজকের দিনেও তাঁর আকাশ জোড়া ব্যাপ্তিকে ছোঁয়ার সাধ্য আমাদের কারো নেই। তাঁর কথা শুনলেই পবিত্রতা ও সততার অনুভব হয়।

একট সূক্ষ্ম গর্ববোধ আজও আমার থেকে গেছে - আমি 'বিদ্যাসাগর রচনা সমগ্র' পড়েছি ~ বাড়ীতে ছিল।

পাঠভবনের ৩৭ সালে ও বিচিত্রা'র সপ্তম "ঐকতান" - পূজাবার্ষিকী আজ তাঁর দ্বিশতবর্শ জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানালো। আমরা অত্যন্ত গর্বিত যে আমাদের ছেলেমেয়েদেরও আমরা **বর্ণপরিচয়** ছোঁয়াতে পেরেছি।।

বাংলার মুল শিক্ষা'র প্রসার ...**বর্ণপরিচয়** 🙏🙏🙏

PATHBHABAN 2020

****

MAY MAA DURGA BLESSES YOU AND YOUR FAMILY WITH
HAPPINESS, JOY AND GOOD HEALTH
HAPPY DURGA PUJA!
PRADIPTA, SHEILA, SAHELI, PRATIK AND GAYATRI

An advisor that puts the needs of their clients ahead of their own.

We want to **Educate** our clients about their money, **Guide** them to make better decisions, and experience **Growth** in all areas of their life.

VERDE
Capital Management

Eric Tomaszewski

Investment Advisor

Verde Capital Management

p (248) 528-1870 | d (248) 795-2526

erictomaszewski@verdecm.com | www.verdecm.com

Hines Park
LINCOLN

Hines Park
Ford

Thank you for your generous donation to Bichitra for Durga Puja and for hosting key events throughout the Year.

GOLD DONORS ($250 OR MORE)

Dhirendra and Manjusri Roy and Family

Anjan and Sarbani Mitra and Family

Ruby and Runa Ghosh

Mridha Foundation

Oakland Medical Group

Canton Hindu Temple

Debashis and Sampada Banerji

Biswajit and Suranjeeta Dhar

Debangshu and Mousumi Majumdar

Pijush and Gouri Nandi

Three anonymous donors

GENERAL DONORS

Shushovan and Hiromi Chakraborty

Madhu and Tapati Chatterjee

Sumita and Tia Choudhury

Sujit and Pompee Dutta

Chirantan and Arpita Gangopadhyay

Chitta and Monjusha Gangopadhyay

Partho Ghosh

Pankaj and Sunanda Mallick

Debabrata and Maitreyee Paul

Manoranjan and Sutapa Santra

Sankar and Sharmila Sengupta

Rajendra Shah

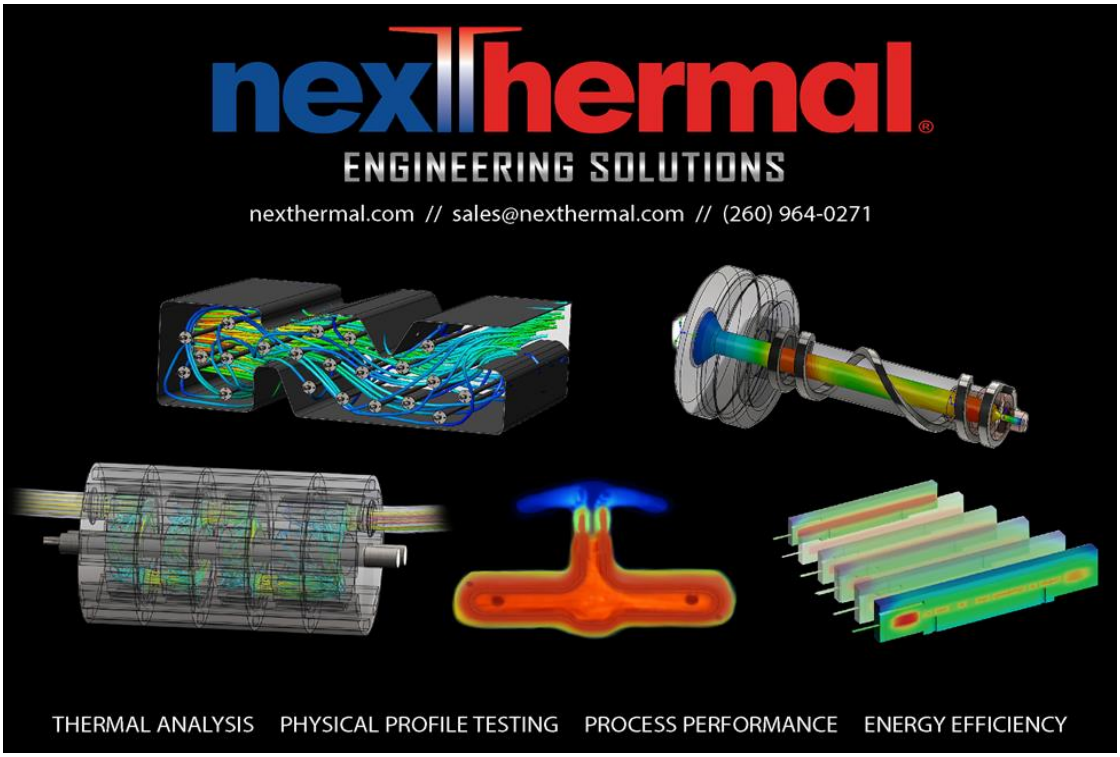

Greetings to All
on
the Happy Festival of Durga Puja 2020

Dr. Lal Gopal Banerji

nexthermal.com // sales@nexthermal.com // (269) 964-0271

nexthermal®

smart heat management